NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ আইপিএলের ৯১ দিন আগে স্বস্তিতে কেকেআর

সংসদে প্রথম ভাষণে হাথরস-উন্নাও নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ প্রিয়াঙ্কার ৭

কলকাতা ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.12.2024, Vol.18, Issue No. 183, 8 Pages, Price 3.00

৯০ দিনেও চার্জশিট দিতে পারল না সিবিআই

আরজি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় জামিন সন্দীপ, অভিজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৯০ দিন অতিক্রান্ত হলেও আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় শুক্রবার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে পারল না সিবিআই। যার ফলে জামিন পেয়ে গেলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। চিকিৎসক-পড়ুয়ার খুন এবং ধর্ষণের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ছিল তাঁদের বিরুদ্ধে। ২০০০ টাকা বন্ডের বিনিময়ে জামিন পেয়েছেন সন্দীপ এবং অভিজিৎ।

জামিন পেলেও এখনই জেল থেকে বেরোতে পারবেন না সন্দীপ। আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। ওই মামলায় এখনও জামিন পাননি তিনি। অভিজিতের বিরুদ্ধে অবশ্য অন্য কোনও মামলা নেই। তাই তিনি জেল থেকে বার হতে পারবেন। তবে যখন থানায় ডাকা হবে, তখনই হাজিরা দিতে হবে তাঁকে।

শুক্রবার সিবিআই আদালতে ছিল আরজি করে খুন এবং ধর্ষণের মামলার শুনানি। এই মামলায় একটি চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই। শুক্রবার সন্দীপ এবং অভিজিতের গ্রেপ্তারির ৯০ দিনের মাথায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। আদালতে সিবিআই জানায়, এই মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে ধৃত সন্দীপ এবং অভিজিতের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ। তারা চার্জশিট দিচ্ছে না। তাই আদালতকে আইন মেনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে বলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। এর পরেই অভিযুক্তদের আইনজীবী সওয়াল করে জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেলরা ৯০ দিনের বেশি সময় ধরে হেপাজতে রয়েছেন। তাই তাঁদের জামিন দেওয়া হোক। সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার (আইও) জানিয়েছেন, এই মামলার তদন্ত চলছে। তাই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া হচ্ছে না। এর পরেই সিবিআই আদালতের বিচারক জামিন দেন সন্দীপ এবং অভিজিৎকে।

সিবিআইয়ের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেব। জামিন হয়ে গিয়েছে বলে তদন্ত শেষ, এমনটা নয়। দ্রুত গতিতে তদন্ত চলছে। তদন্ত সম্পূর্ণ হলে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেব। এখন সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই বলেই শুক্রবার তা দিয়ে উঠতে পারিনি।'

অভিজিতের আইনজীবী মহম্মদ সাজিদ বলেন, 'আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে এখনও কোনও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। গ্রেপ্তারির পরে ৯০ দিন হয়ে গিয়েছে, সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেয়নি। সিবিআই বার বার বলছে, এখনও তদন্ত চলছে। তার অর্থ, আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনও প্রমাণ মেলেনি।' তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার জেল থেকে বেরিয়ে যাবেন অভিজিৎ।

গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চার তলার সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয় চিকিৎসকের দেহ। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ ওঠে। ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে কলকাতা পুলিশের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই। ওই ঘটনায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় সন্দীপ এবং অভিজিৎকে। যদিও আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপকে আগেই হেপাজতে নিয়েছিল সিবিআই। প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তারের পরে সিবিআই আদালতে দাবি করেছিল, আরজি করে দেহ উদ্ধারের দিন বেশ কয়েক বার ফোনে কথা বলেছিলেন সন্দীপ এবং অভিজিৎ। তাঁদের ফোন থেকে কিছু 'তদন্তসাপেক্ষ' ভিডিয়ো পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, ঘটনা চাপা দিতে ধৃতদের মোবাইল থেকে বেশ কিছু ফোনকলও করা হয়েছিল। কয়েক জন সাক্ষীকে ফোন করেছিলেন তাঁরা। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চেয়ে দু'জনের জামিনের বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁদের গ্রেপ্তারির ৯০ দিনের মাথায় শুক্রবার সিবিআই আদালতে জানাল, আরজি করে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে পারবে না তারা। তদন্ত চলছে। তার পরেই এই মামলায় জামিন পেলেন সন্দীপ এবং অভিজিৎ।

'হতাশ' চিকিৎসক মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের প্রতিবাদ এবং দ্রুত বিচারের তাঁরা সিজিও কমপ্লেক্স ঘেরাও করেছেন। রাজপথে হেঁটেছেন। লালবাজার অভিযান করেছেন। অনশন করেছেন। কিন্তু তার পরেও আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন পাওয়ার ঘটনায় হতাশা ব্যক্ত করলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার। তবে হতাশ হলেও তাঁদের প্রতিবাদ থামবে না। বরং আরও বড় করে আন্দোলনের বার্তা দিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। অন্য দিকে, চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম জানিয়েছে, শনিবারই সিবিআই দপ্তর ঘেরাও করবে তারা।

ক্ষুব্ধ অভয়ার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের তৎকালীন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ এবং থানার কর্তব্যরত ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৯০ দিনেও চার্জশিট পেশ করতে পারল না সিবিআই। আর সেই কারণে শুক্রবার শিয়ালদহ আদালতে এই দুই ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করেছে। আর এই ঘটনায় স্পষ্টতই হতাশায় ডুবেছেন অভয়ার মা-বাবা। তাঁদের মনে হচ্ছে, মেয়ের সুবিচারের দাবিতে এত আন্দোলন বুঝি বৃথাই গেল! আর তাই এই খবর শুনে অভয়ার মায়ের সাফ বক্তব্য, 'আমি তো আর সিবিআই নই, হলে আমিই কাজটা করে দিতাম।'

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভয়ার মা বললেন, 'এই ঘটনায় আমি খুবই হতাশ। বলার মতো কোনও কথা নেই আমাদের কাছে। সিবিআই ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট না দিতে পারায় তাঁদের জামিন হয়ে গেল! আর কী বলার আছে?' এরপর সিবিআইকে তোপ দেগে তাঁর আরও মন্তব্য, 'আমি তো আর সিবিআই নই, হলে আমিই কাজটা করে দিতাম।'

দু'মাসের মধ্যেই বিচার জয়নগরের পর ফরাক্কাতেও

বালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে এক জনের ফাঁসি, এক জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় দু'মাসের মধ্যে বিচার শেষ করে বৃহস্পতিবারই দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল জঙ্গিপুর আদালত। শুক্রবার রায় ঘোষণাও হয়ে গেল। এক জনের ফাঁসি হয়েছে। অন্য জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পাশাপাশি পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত বিজয়া দশমীর সকালে দাদুর বাড়িতে ঘুরতে এসে খুন হয়েছিল ওই নাবালিকা। এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে তার বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার হয়েছিল। মেয়েটিকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে সেই সময় অভিযোগ তুলেছিল পরিবার। তদন্তে নেমে স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী দীনবন্ধু হালদার এবং তাঁর বন্ধু শুভজিৎ হালদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জেরায় ধৃতেরা জানিয়েছিলেন, ফুল দেওয়ার নাম করে নাবালিকাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন দীনবন্ধু। সেখানে তিনি এবং শুভজিৎ মিলে নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালান। পরে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণের ইঙ্গিত মিলেছিল। পাশাপাশি, নির্যাতিতার শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছিল। ময়নাতদন্তে দেখা গিয়েছে, মেঝেতে মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছিল নির্যাতিতাকে। তার গলার হাড়ও ভেঙে গিয়েছিল। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকাকে খুনে ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরো, তার পরনের রক্তমাখা পোশাক ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল হাতের ছাপ। দীনবন্ধুর বাড়ির কলপাড়ে দু'টি সিগারেটের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করেছিলেন তদন্তকারীরা। ফরেন্সিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ওই সিগারেট দু'টিতে গাঁজা ভরে খেয়েছিলেন দুই অভিযুক্ত। ওই সিগারেটের নমুনার সঙ্গে নাবালিকার পোশাকে লেগে থাকা বীর্যের নমুনা মিলে গিয়েছিল। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য হয়।

আরজি কর-কাণ্ডের আবহে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় দু'মাসের মধ্যেই বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে দোষীকে ফাঁসির সাজা কয়েক দিন আগেই শুনিয়েছিল বারুইপুর আদালত। আরজি করের মামলা যেখানে এখনও বিচারাধীন, সেখানে রাজ্য পুলিশের দ্রুত তদন্তের ফলে জয়নগরকাণ্ডের বিচার মাত্র দু'মাসে হওয়ায় 'সন্তুষ্ট' হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য পুলিশও নিজেদের 'সাফল্য' জনসমক্ষে তুলে ধরেছিল। একই চিত্র দেখা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কাকাণ্ডেও। সেখানেও নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার বিচার এল মাত্র দু'মাসে। বৃহস্পতিবার দুই অভিযুক্ত দীনবন্ধু হালদার এবং শুভজিৎ হালদারকে দোষী সাব্যস্ত করে শুক্রবার রায় ঘোষণা করল জঙ্গিপুর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। দীনবন্ধুর ফাঁসির সাজা হয়েছে। আর শুভর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ঘটনাচক্রে, ফরাক্কার ঘটনাও ঘটেছিল আরজি কর আন্দোলনের আবহে, গত অক্টোবর মাসেই।

ফরাক্কাকাণ্ডে সাজা ঘোষণা হওয়ার পর পুলিশ প্রশাসনকে ফের অভিনন্দনবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'আগেও বলেছি, আবার বলছি। ধর্ষকদের সর্বোচ্চ সাজা হওয়া উচিত। ফাঁসির সাজা। সুষ্ঠু ভাবে সময়ের মধ্যে তদন্ত করতে শাস্তির ব্যবস্থা করা আসলে সেই সব অপরাধীদেরই বার্তা দেওয়া যে, এই অপরাধ সহ্য করা হবে না।' প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডেও অপরাধীর ফাঁসির দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন সংসদে বিবৃতি জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। জানালেন, পড়শি দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ভারত। নিজের স্বার্থেই হিন্দুদের নিরাপত্তা সুচিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশকে। কয়েকদিন আগেই ঢাকা সফরে গিয়েছিলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। বার্তা দিয়েছিলেন হিন্দু নির্যাতন নিয়ে। কিন্তু তাতেও বদলায়নি পরিস্থিতি। মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর থেকে হিন্দুদের উপর অত্যাচার কোনও কিছুই থামেনি।

এএনআই সূত্রে খবর, শুক্রবার সংসদে বাংলাদেশ নিয়ে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে প্রশ্ন করেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। তিনি জানতে চান, বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু ও মন্দিরগুলোর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সরকার কী কী পদক্ষেপ করছে। এর উত্তরে জয়শংকর বলেন, 'বাংলাদেশ আমাদের ভাবাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কয়েকদিন আগে বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি ঢাকা সফরে গিয়েছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম, বাংলাদেশ নিজের স্বার্থেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। কিন্তু এখনও সংখ্যালঘুদের উপর একাধিক হামলার ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে।'

সংসদে প্রথম ভাষণ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: সংসদে প্রথমবার ভাষণ দিলেন সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। নিজের প্রথম ভাষণেই মোদি সরকারকে তোপ দেগে তিনি বললেন, গত ১০ বছরে সংবিধানের রক্ষাকবচ দুর্বল হয়েছে। ওয়েনাড়ের সাংসদের মতে, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে যদি এনডিএ আরও বেশি আসন পেত তাহলে পালটে যেত সংবিধান। সেই সঙ্গে মোদি সরকারকে প্রিয়াঙ্কার বার্তা, নেহরুকে কটাক্ষ করা ছাড়া এনডিএ আর কী করেছে সেটা জানানো হোক।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

অল্লু অর্জুনকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল তেলঙ্গানা হাইকোর্ট

তেলঙ্গানা, ১৩ ডিসেম্বর: হায়দরাবাদে পদপিষ্ট হয়ে মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় অভিনেতা অল্লু অর্জুনকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল তেলঙ্গানা হাইকোর্ট। ৫০ হাজার টাকার বন্ডে তাঁর অন্তর্বতী জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। এর আগে হায়দরাবাদের নিম্ন আদালত অল্লুকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিনেতা। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।

তেলঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি জি শ্রীদেবীর বেঞ্চে অল্লুর মামলাটি শোনা হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে 'পুষ্পা ২'-এর প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এফআইআর দায়ের করেছিল হায়দরাবাদ পুলিশ। অল্লুকে শুক্রবার সকালে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অল্লু-সহ মোট সাত জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। শুক্রবার অভিনেতার পাশাপাশি আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সন্ধ্যা থিয়েটারের মালিকও। বাকি অভিযুক্তদেরও অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট।

শুক্রবার প্রয়াগরাজে ৫ হাজার ৫০০ কোটির নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে পুণ্যভূমি প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে যোগদান করা সাধুসন্তদের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গল্ফগ্রিনে ময়লার স্তূপ থেকে উদ্ধার মহিলার কাটা মুণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে উদ্ধার মহিলা কাটা মুণ্ড। কলকাতার গল্ফগ্রিনে ময়লার স্তূপ থেকে উদ্ধার হয়েছে এই কাটা মুণ্ড! শুক্রবার সকালের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গল্ফগ্রিন এলাকায় একটি বহুতল আবাসনের পিছন দিকে ময়লার স্তূপ পরিষ্কারের সময় মুণ্ডটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। মুণ্ডটি এক

মহিলার। প্লাস্টিকে মোড়া ছিল সেটি। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

মুণ্ডটি কার, কী ভাবে সেখানে এল, এটি খুনের ঘটনা কি না; এ সব খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে যায় কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডের কুকুর। 'স্নিফার ডগ' নিয়ে আজাদগড়ের একটি আবাসনেও যায় পুলিশ। সেখানে গিয়ে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকেরা। মহিলার পরিচয় জানতে তদন্ত চলছে।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Syamal Mukhopadhyay S/o. Panchu Gopal Mukhopadhyay ও Shyamal Mukhopadhyay S/o. Lt. P. G. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Sankalan Sinha S/o. Suman Sinha ও Sankalan Singha S/o. S. Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২৪৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Priyabarta Chakravarty S/o. Biswanath Chakravarty (old name) R/o. Deypara, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Priyabrata Chakraborty S/o. Biswanath Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Priyabarta Chakravarty S/o. Biswanath Chakravarty & Priyabrata Chakraborty S/o. Biswanath Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Nasir Uddin S/o. Sekh Asraf Ali Mondal ও Sk Nasiruddin S/o. Sk. A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৭৮৩ নং এফিডেভিট বলে Amit Mishra S/o. Chandra Mishra ও Amit Kr Mishra S/o. C. Mishra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Kishor Master S/o. Daniel Master ও M K Master S/o. D. Master সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I Kishwar Jahan W/O MD Sajid Hussain R/O 28/1, Gandhi sarak, PO - Rishra, P.S.- Serampore, Dist.- Hooghly, Pin 712248, have changed my name and shall henceforth be known as Kishwer Jahan as declare for the Notary Public serampore court Dist. - Hooghly, West Bengal Vide affidavit no. 315 dated 11 Dec 2024, and Kishwar Jahan and Kishwer Jahan both are the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ১৩/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Diluyar Mirza S/o. Jahad Mirja ও Diluyar Mirza S/o. J. Box Mirja সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

ভ্রম সংশোধন

শ্রী দীনেশ কুমার রাম ও শ্রী দিলীপ কুমার রাম-এর গত ২৮.১১.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে ২ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দলিল নং ৭৯১৬-এর পরিবর্তে দলিল নং ৭৯৬২ পড়তে হবে। অন্যান্য সকল তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে।

এ্যাডভোকেট
সুবীর কুমার সরকার

I, Sushimita Das W/o. Sanjay Das, Residing at 2161/C, Sreepally, Palta, P.S. Titagar, 24 Pgs. (North). I declare that Sushimita Das and Sushmita Das both are same and one identical person by virtue of an affidavit 1st. Class Judicial Magistrate at Barrackpore, 24 Pgs. (North) on 04th. Dec. 2024

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)আসরাফ আলি মন্ডল সাকিম মেমারী, আমড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, **২)সওকত আলি মন্ডল, ৩)রুবিয়া সাহানা** সকলের পিতা মরহুম আয়ুব আলি মন্ডল ওরফে মহম্মদ আয়ুব মন্ডল, ২ ও ৩ নং এর সাকিম ও পোঃ ইটাচুনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭, দাতাগণের পক্ষে ১ ও ২ নং দাতাগণ বিগত ইং ২০১৪ সালে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 166/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং ৩ নং দাতা বিগত ইং ১৯৯৯ সালে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 103/1999 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে মোট দুইটি আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**মহম্মদ আলী মন্ডল** পিতা মরহুম আয়ুব আলি মন্ডল ওরফে মহম্মদ আয়ুব মন্ডল, সাকিম মেমারী, আমড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 31/03/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1137/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মোসারাফ এম সরকার** পিতা মরহুম মজাম্মেল হক সরকার, সাকিম মেমারী, আমড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা দামপুর, ১০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ২৯ নং তথা হাল এল.আর. ৩২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬৯ শতক তন্মধ্যে ০.৪৬৬৭ অংশে উত্তর দিক হইতে কমবেশী ৩২.২ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **মোসারাফ এম সরকার** পিতা মরহুম মজাম্মেল হক সরকার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মহম্মদ আলী মন্ডল**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা স্বপ্না ভট্টাচার্য্য স্বামী ৺তপন ভট্টাচার্য্য সাকিম ২০/১১০ জোড়াঘাট, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ **২)শ্রী চন্দ্রপ্রভ ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺তপন ভট্টাচার্য্য সাকিম ১৮ পল্লিশ্রী, চুঁচুড়া স্টেশন রোড, অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন, ধরমপুর সিটি, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ দাতাগণ বিগত ইং 13/09/2023 তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8831/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য** পিতা অলোক কুমার ভট্টাচার্য্য সাকিম মিত্র বাগান, পাঙ্খাটুলী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 12/10/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9847/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রত্নদীপ কর** পিতা মুকুন্দ মুরারী কর সাকিম বালির মোড়, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, ১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৮৯৪ ও ৬৮৯৫ নং খতিয়ানে, সি.এস. দাগ নং ২৬২৫, সাবেক ২২৭০ নং তথা হাল এল.আর. ২৩৮৫ নং দাগে বাস্ত জমি ০.০৩৩ একর সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী রত্নদীপ কর** পিতা মুকুন্দ মুরারী কর উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও. মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

NOTICE

I, Sk Mahammad Samim, S/o. Salim Mahammad, Panagarh Sekh Para, P.O.- Panagarh Bazar, P. S. - Kanksa, Dist- Paschim Bardhaman, PIN- 713148 which is recorded in my Aadhar Card No. 5288 5728 4315, PAN Card. No. JEZPM0009B, That due to mistake my name has been recorded My Passbook of Union Bank of India Sekh Mahammad Shamim. That Sk. Mahammad Samim & Sekh Mahammad Shamim in one and same identical person. & My class 10, 12 result, registration certificate and Admit Card my Father Name has been written as Sk Salim. That Salim Mahammad & Sk Salim in one and same identical person.
That the statement made above are all true to my knowledge and belief. Affidavit No. 54, Date: 11.12.2024.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

বার্ণিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিঃ

রেজি নং -৯১, তাং-১৭-০৮-১৯২৮

ঠিকানা- সাং-সুরেন্দ্রনাথপুর, পোঃ- বার্ণিয়া, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৬

নোটীশ

বিষয়ঃ সমিতির ডেলিগেট নির্বাচন

তাং ১২/১২/২০২৪

এত দ্বারা এই সমিতির সমস্ত সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আনুসারে এই সমিতির স্থগিত হওয়া ডেলিগেট নির্বাচনের নতুন সূচী ঘোষনা করা হলো। আগামী **২১/১২/২০২৪** তারিখে সমিতির নিজস্ব অফিস প্রাঙ্গনে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ডেলিগেট নির্বাচন আনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটদান/ভোট গ্রহন চলবে। ভোটদান শেষে ভোট গননা, ফল প্রকাশ ও বিজয়ী ডেলিগেটদের সার্টিফিকেট প্রদান হবে। এই বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সমিতির নোটীশ বোর্ডে দেওয়া আছে।

Sd/-
Assistant Returning officer
Barnia Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd.
12/12/24

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯১২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই ডিসেম্বর। ২৮ শে অগ্রহায়ণ। শনি বার। চতুর্দশী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টত্তরী রবি র দশা, বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সরকারি পরিকাঠামোয় নজরদারি বিশেষ অ্যাপ আনছে অর্থ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি পরিকাঠামোর হাল হকিকতের উপর সার্বিক নজরদারির লক্ষ্যে অর্থ দপ্তর নতুন একটি মোবাইল অ্যাপ আনতে চলেছে। এই অ্যাপের সাহায্যে রাজ্যের সমস্ত প্রান্তে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর সরাসরি নজরদারির পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের কাজও পরিচালনা করা যাবে।

অর্থ দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় এই অ্যাপের মাধ্যমে কীভাবে এই রক্ষণাবেক্ষণ বা নজরদারি চালানো হবে তার বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক এবং ব্লকের বিডিওদের সপ্তাহে অন্তত একদিন বা একবার তাঁদের আওতায় থাকা সরকারি পরিকাঠামোগুলিতে পরিদর্শন করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিদর্শনের সময় নেওয়া তথ্য ও ছবি এই অ্যাপে আপলোড করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি কোথাও সংস্কারের প্রয়োজন থাকে, তাঁরা চাইলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নোট এখানে দিতে পারবেন। কোন সরকারি প্রতিনিধি গেলেন, কখন গেলেন, কোথায় গেলেন, সমস্ত কিছুই এই অ্যাপে আপলোড করতে হবে । একইসঙ্গে, ওই পরিকাঠামো জিও ট্যাগিং করা হবে। মনে করা হচ্ছে, এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব হবে। প্রথমত, সরকারি পরিকাঠামোর অবস্থা সম্পর্কে একটা নিয়মিত রিপোর্ট নবান্নের কাছে আসবে। দ্বিতীয়ত, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে কী রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়মিত নবান্ন জানতে পারবে। এক্ষেত্রে ঠিকমতো কাজ না-করলে সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আগেই কড়া হওয়ার কথা জানিয়েছে প্রশাসন। সে ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করার সুযোগও থাকছে রাজ্য প্রশাসনের। আরও জানা যাচ্ছে, এই অ্যাপের মাধ্যমে নজরদারির কাজ পরিচালনা সঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তার জন্য ব্লক, মহকুমা, জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রতিটি দপ্তরের একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে। দপ্তরের নিযুক্ত এই নোডাল অফিসারই জেলা থেকে আসা রিপোর্টগুলি বিভাগীয় প্রধানের নজরে আনবেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিকাঠামো নজরদারিতে সরকারি আধিকারিকদের আরও দায়িত্বশীলভাবে পরিচালনা করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে নবান্নের তরফে। নোডাল অফিসারদের পক্ষ থেকে নজরদারি থাকবে রাজ্য সরকারের স্কুল-কলেজ, আইসিডিএস সেন্টার, রাস্তা, হাসপাতাল, ছোট সেতু, বাঁধ নির্মাণ-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিকাঠামোর উপর।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়, ফের রাজ্যসভায় যাচ্ছেন ঋতব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে রাজ্যসভায় যাচ্ছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। জহর সরকারের ছেড়ে যাওয়া আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছেন তিনি। রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল আজ। কিন্তু একটি মাত্র মনোনয়ন জমা পড়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

আর জি করকাণ্ডের প্রেক্ষিতে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদ ছাড়েন জহর সরকার। এরপর ৭ ডিসেম্বর জহর সরকারের ছেড়ে যাওয়া আসনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঋতব্রতকেই জয়ী ঘোষণা করা হয়। ২০১৪-য় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু দলে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ২০১৭-য় তাঁকে সিপিএম থেকে বহিষ্কার করা হয়। দল বিতাড়িত করলেও ২০২০ পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন ঋতব্রত। এরপর তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন।এরপর তাঁকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বিয়ের মরসুমে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস নিয়ে এল 'বিভা কলেকশন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের তরফে আসন্ন বিয়ের মরসুমের জন্য তাদের চোখ ধাঁধানো ডিজাইন করা বিভা কালেকশনের কথা ঘোষণা করেছে। সুন্দরী নববধূদের জন্য ডিজাইন করা এই বিশেষ সংগ্রহে রয়েছে গোল্ড, ডায়মন্ড, প্লাটিনাম, সিলভার, গসিপ এবং জেমস্টোন জুয়েলারির উপর আকর্ষণীয় অফার।

বিভা কলেকশন'টি ঐতিহ্যবাহী মোটিফ এবং সমসাময়িক ডিজাইনের একটি নিখুঁত মিশ্রণের প্রতীক। এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে নেকলেস, চুড়ি, কানের দুল, আংটি, দুল এবং আরও অনেক কিছু। সূদভাবে কারুকাজ করা অলঙ্কারগুলির বিয়ে উপলক্ষে জাঁকজমক এবং গ্ল্যামার প্রদর্শন করে। কেনাকাটার মূল্যের উপর বিশেষ অফার-সহ সোনা, ডায়মন্ড, সিলভার এবং প্ল্যাটিনাম অলঙ্কারের মেকিং চার্জে ছাড় রয়েছে। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের বিপণন ও ডিজাইনের ডিরেক্টর এবং হেড মিসেস জোইতা সেন বলেন, 'বিভা কালেকশন-২০২৫ এ গয়নার কারুকার্যের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং সোনার দামের কথা মাথায় রেখে ওজন একটি বড় ফ্যাক্টর। তাই আমরা গয়নার আকৃতির উপর বিশেষ নজর দিয়েছি। এটি আমাদের বিভা কালেকশন ২০২৫-এর ইউএসপি।' ২২ নভেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত শোরুমে এই কালেকশন পাওয়া যাবে।

শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের দিব্য জন্মশতাব্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রিয় শিষ্য ও প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন আচার্য্যদেব তথা বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের জন্ম শতাব্দী সমারোহ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এ উপলক্ষে মঠের বর্তমান আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার বিষ্ণু গোস্বামী মহারাজের নির্দেশনা ও উপস্থিতিতে এবং শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব নারায়ণ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত করাতবেড়িয়া গ্রামে ইউনাইটেড ভাটার ময়দানে আগামী ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর বিশাল নগর সংকীর্তন ও ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১৪ই ডিসেম্বর শনিবার শ্রীধাম বৃন্দাবন, পুরি ও মায়াপুর থেকে পাঁচ শতাধিক আচার্য্য, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সহস্রাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে সমবেত আরতি ও মাঙ্গলিক মন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হবে। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী গুরু মহারাজের বিগ্রহ দিব্য সুরম্য সুশোভিত রথে করে ভুবনমঙ্গল শ্রী হরিরাম সংকীর্তনের সঙ্গে নগর ভ্রমণ করবে। ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার সকাল এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেবের মহিমা কথামৃত পরিবেশিত হবে। সকাল ১০ টা থেকে নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা শ্রীল গুরুদেবের মহা অভিষেক, পূজা, বহুবিধ সমুষ্ঠি ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে ভোগ নিবেদনের পর হবে আরতি। অনুষ্ঠান শেষে সকল ভক্তের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে।

কুয়াশার কারণে বাতিল একাধিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীদের সুরক্ষা ও পরিচালনামূলক দক্ষতা নিশ্চিত করতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ট্রেন বাতিল ও চলাচলের ফ্রিকোয়েন্সি কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিষেবা জারি থাকলেও তারই মাঝে অনেকগুলি ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। শীতকালীন মাসগুলিতে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার ফলে প্রায়ই দৃশ্যমানতা কমে যায়, ট্রেন পরিচালনে সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার ফলে গতিবেগে সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ ও সম্ভাব্য সুরক্ষামূলক ঝুঁকির জন্য ট্রেনের বিলম্ব ঘটে।

এই সমস্ত সমস্যা কম করতে এবং সুরক্ষার মানদণ্ড বজায় রাখতে রেলওয়ে ট্রেন পরিষেবা বাতিল করেছে। রেলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক সোম ও শুক্রবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড় এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। প্রত্যেক বুধবার ও রবিবার, ০২ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। প্রত্যেক সোমবার করে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত কামাখ্যা-গয়া এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। প্রত্যেক মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। প্রত্যেক শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। যে ট্রেনগুলির পরিষেবার সময়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়ানো হয়েছে সেগুলি হল, প্রত্যেক রবিবার ও বুধবার ০৮ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। একইভাবে প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। প্রত্যেক বুধবার ও শনিবার, ০৮ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার-দিল্লি সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। একইভাবে প্রত্যেক শুক্রবার ও সোমবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত দিল্লি-আলিপুরদুয়ার সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

শীতের রেশ পড়তেই মদের দোকানে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শীতের পারদ ক্রমশই নিম্নমুখী হচ্ছে। আর ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সুরাপ্রেমীদের কাছে মদের দোকান আবশ্যিক গন্তব্য। তবে হাওড়া শহরে অন্য এক ছবি। হাওড়ার বুকে স্থানীয় প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েই সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানের সামনেই চলছে দেদার মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতা। অবাক করা এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর হাওড়ার দেশি মদের দোকানগুলোতে। মানুষ দোকান থেকে মদ কিনছে এবং দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই খুলছে মদের বোতলের ঢাকনা। সেখানেই দাঁড়িয়েই শুরু হয়ে যাচ্ছে খাওয়া। প্রকাশ্য রাস্তায় আশেপাশে কে আছে কে যাচ্ছে, সেইসব নিয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। একটাই কাজ সকালবেলা দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাইনে দাঁড়ানো। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এই খবর থাকলেও সবকিছু জানার পরেও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। কখনও পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেলেও কিছু পয়সার বিনিময়ে কিছুক্ষণ পরই তাদেরকে ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ করছেন দোকানের কর্মচারীরা নিজেই। দোকানের কর্মচারীরা জানান, প্রশাসন এসে কাজ করলেও তারা ঠিক খেয়েই যায়। যদিও লিখিতভাবে কোনও নোটিশ মালিক পক্ষ বা কর্মচারীদের তরফে টানানো থাকে না মদের দোকানের বাইরে বলেও অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে পার্শ্ববর্তী স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানাচ্ছেন, এই কারণেই তার স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা শুরু করেছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে নিজের বাচ্চাদের দূরে রাখতে তাদেরকে ঘুর পথে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সকলের চোখের সামনে তারা প্রকাশ্য দিবালোকে খেতে শুরু করছে। এছাড়াও নেশা করার পর নিজেদের মধ্যে গালাগালি ও অন্যান্যদের টোন কাটছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আর কতদিন মানুষকে সহ্য করতে হবে, স্থানীয় প্রশাসন কবে সক্রিয় হয়ে এগুলো বন্ধ করবে সেটাই বড় প্রশ্ন এলাকাবাসীদের কাছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৮ অগ্রহায়ণ, শনিবার

হুগলীর ত্রিবেণী সঙ্গমে সনাতনী মন্দির গড়তে আইনি লড়াইয়ের ডাক অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মিলনস্থল এলাহাবাদের প্রয়াগরাজ শহরে কুম্ভ মেলার সুখ্যাতি তুঙ্গে। এই মেলায় দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভক্ত সমাগম হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, প্রয়াগরাজ সঙ্গমে স্নান করলে নাকি অতীতের সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া পুরসভার উত্তর অংশে একটি ছোট্ট শহর 'ত্রিবেণী'। সেই ত্রিবেণীও গঙ্গা কিংবা ভাগীরথী, যমুনা, সরস্বতী নদীর মিলনস্থল।

ইতিহাস বলছে, ১২৬৭ সালে জাফর খান গাজী ত্রিবেণী সঙ্গম দখ ল করে নেন। আর সেখানে থাকা মন্দির ভেঙে তিনি মসজিদ গড়ে তোলেন। পুরানো কাহিনী রোমন্থণ করে শুক্রবার ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'এলাহাবাদের প্রয়াগ ত্রিবেণী সঙ্গমের মতোই বাংলার হুগলী জেলায় ত্রিবেণী সঙ্গম রয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, ত্রিবেণী সঙ্গমে থাকা মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়া হয়েছে। যদিও সেই মন্দিরের এখনও চিহ্ন রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিবেণী সঙ্গমের সেই প্রাচীন মন্দির উদ্ধারে তাঁরা আইনি লড়াই জারি রাখবেন। ত্রিবেণীর অতি প্রাচীন মন্দির উদ্ধারে সনাতনীদের একজোট হওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি বঙ্গের এক সাধু বাংলায় রামমন্দির বানানোর আওয়াজ তুলেছেন। সাধুর সেই আওয়াজকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে রাম মন্দির তৈরিতে যত টাকার প্রয়োজন হবে, তা সনাতনীরা সংগ্রহ করবেন বলে এদিন সাফ জানিয়ে দিলেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক অর্জুন সিং। এমনকি রামন্দির গড়তে সেই সাধুকে তাঁরা সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করবেন বলেও এদিন তিনি জানালেন।

পুকুর ভরাট নিয়ে ফের কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিই সার। রাজ্য জুড়ে জমি হাঙরদের দৌরাত্ম্য এখনও চরমে। এবার শিবদাসপুর থানার মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদারপুরে জোরকদমে চলছে সুবিশাল জলাভূমি ভরাটের কাজ বলে অভিযোগ। অথচ প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। মামুদপুর পঞ্চায়েতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহাল তবিয়তে জলাভূমি ভরাট হলেও, উদাসীন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। পুকুর ভরাট নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, 'জগদ্দল বিধানসভা আর ভাটপাড়া পুর এলাকায় অবাধে অতিমাত্রায় পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট হচ্ছে। সুতরাং পুকুর ভরাটের নিরিখে জগদ্দল বিধানসভা আর ভাটপাড়া পুরসভার নাম গিনেস বুকে ওঠা উচিত।' তাঁর অভিযোগ, 'শাসকদলের মদতেই মামুদপুরে পুকুর ভরাট হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, হালিশহর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের হাজিনগরে জনতা হিন্দী প্রাইমারি স্কুলের সন্নিকটে রেলের মজে যাওয়া একটি জলাশয়ে ময়লা আবর্জনা ফেলে ভরাটের কাজ চলছে। ভরাট হওয়া একাংশে পুরসভার ময়লা আবর্জনা অপসারণের গাড়ি রাখবার জন্য গ্যারেজও গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে জলাভূমি ভরাট নিয়ে অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'রেলের জমি দখল করে শাসকদলের লোকজন রোজগারের জায়গা বানিয়ে ফেলেছে। রেলের অধীনে থাকা জলাশয়গুলো লিজ দেবে রেল। কিন্তু শাসকদলের লোকজন রেলের জলাশয়গুলো দখল করে ব্যক্তিগতভাবে অন্যকে মাছ চাষের জন্য লিজ দিয়ে টাকা কামাচ্ছে।' তাঁর অভিযোগ, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটিতে রেলের কোয়ার্টার জবরদখল করে তৃণমূলের লোকজন সেগুলো ভাড়া দিয়ে টাকা কামাচ্ছে। যদিও শাসকদলের মস্তানদের ভয়ে রেলের লোকজন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন। এমনকি আর পি এফ-ও কোনও পদক্ষেপ নেয় না। প্রাক্তন সাংসদের দাবি, সাংসদ থাকাকালীন তিনি রেলের সম্পত্তি দখলের প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদে আওয়াজ তুলেছিলেন। তবুও কিছুই হল না। হালিশহরে রেলের জলাশয় ভরাট নিয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন বলে এদিন তিনি জানালেন। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একাধিক 'বার' গজিয়ে ওঠা নিয়েও এদিন সুর চড়ালেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের মদতেই এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একের পর এক 'বার' গজিয়ে উঠেছে। বার ডান্সার কিংবা মদের যোগানদারদের তৃণমূল নেতারা নিজেদের গাড়িতে করে বারে পৌঁছে দিয়ে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন। তাঁর দাবি, পুলিশের কাছে টাকা পৌঁছে দিলেই 'বার' রমরমিয়ে চলবে। তাঁর আক্ষেপ, 'বার' থেকে মদ্যপান করে বেহুঁশ অবস্থায় বেরিয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অনেক যুবকের মৃত্যুও হচ্ছে।

সন্দীপ ঘোষ, অভিজিৎ মণ্ডলের জামিনে হতাশ অভয়ার বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে জামিন পেলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। গ্রেপ্তারির ৯০দিনের মাথাতেও চার্জশিট পেশ করতে পারেনি সিবিআই। অভয়ার ধর্ষণ-খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ছিল দু'জনের বিরুদ্ধে। যদিও শুক্রবার শিয়ালদা আদালত সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মন্ডলকে জামিন দিয়েছে। এদিকে দু'জনে জামিন পেতেই মুখ খুললেন আরজি করকাণ্ডে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মা। এদিন বিকেলে সংবাদমাধ্যমের কাছে অভয়ার মা বলেন, 'আমরা খুব হতাশার মধ্যে রয়েছি। বলার মত কোনও কথা নেই আমাদের কাছে। সিবিআই ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। তাই ওদের জামিন হয়ে গেল।' রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভর করলে কি ভালো হত? এই প্রশ্ন শুনেই বিরক্তি প্রকাশ করেন অভয়ার মা। তাঁর কথায়, 'একদমই নয়। রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভর করলে ভালো হবে কেন?'

জয়েন্ট এন্ট্রান্সের দিনক্ষণ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল বোর্ড। শুক্রবার জয়েন্ট বোর্ডের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে দিনক্ষণ। ২০২৫ সালের ২৭ এপ্রিল, রবিবার হবে পরীক্ষা। দ্বাদশ শ্রেণির পর ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসি ও আর্কিটেকচার এই তিন কোর্সে ভর্তির জন্য নেওয়া হয় এই প্রবেশিকা পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের আবেদন করতে হবে জয়েন্ট বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.wbjeeb.nic.in অথবা www.wbjeeb.in এ। এর পাশাপাশি বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত দিন ঘোষণা করা হল। বাকি তথ্য সময়মতো ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। পরীক্ষার্থীদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কবে থেকে পরীক্ষার্থীরা আবেদন জানাবেন, আবেদনের শেষ তারিখ কবে, এই সমস্ত তথ্য মিলবে বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দ্বাদশ শ্রেণির পর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, ফার্মেসি, আর্কিটেকচার-সহ একাধিক শাখায় চার বছরের কোর্সে ভর্তি হতে পারেন ছাত্রছাত্রীরা। প্রতি বছর এই পরীক্ষার পর মেধাতালিকা ও কাউন্সেলিংয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন কলেজে নানা শাখায় ভর্তি করা হয় পড়ুয়াদের। সাধারণত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়া থেকে ফলপ্রকাশের মধ্যবর্তী সময় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য সর্বভারতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষাও থাকে। একই দিনে যাতে দুটি পরীক্ষা না পড়ে, পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট বোর্ড দিনটি স্থির করে থাকে।

শনিবার থেকে হাওড়া-এসপ্ল্যানেড রুটে কমছে মেট্রো সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার থেকে হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড রুটে কমছে মেট্রোর সংখ্যা। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, বর্তমানে সোমবার থেকে শনিবারের মধ্যে হাওড়া ময়দান থেকে ১৫০টি মেট্রো চলে। তবে এবার শনিবার থেকে ৩৬টি মেট্রো কমে যাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। মেট্রোর এই লাইনে আপ-ডাউন মিলিয়ে ১১৪টি পরিষেবা চালু থাকবে বলে খবর। মূল পরিবর্তন হাওড়া ময়দান এবং মহাকরণের মাঝে পরিষেবায়। কলকাতা মেট্রো সূত্রে জানানো হয়েছে, শিয়ালদা এবং এসপ্ল্যানেডের মধ্যে মেট্রোর যে কাজ চলছে তার জন্যই পরিষেবায় কিছুটা ব্যাঘাত হচ্ছে। তবে অপরিবর্তিত থাকছে রবিবারের সূচি। আগের সূচি মেনেই চলবে মেট্রো।

প্রসঙ্গত, ধর্মতলা থেকে হাওড়া ময়দানের রুটের দুটি লাইনে মেট্রো চলাচল করে। একটি সুড়ঙ্গের অভিমুখ পূর্বদিকে। অন্যটি পশ্চিমদিকে। কিন্তু, মেট্রোর কাজের জন্য একটি সুড়ঙ্গে সম্পূর্ণ পথে মেট্রো চলাচল করছিল না। শুধু হাওড়া ময়দান থেকে মহাকরণ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল মেট্রো পরিষেবা। তবে অন্য সুড়ঙ্গটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। বর্তমানে হাওড়া ময়দান থেকে মহাকরণের মাঝে পরিষেবাতেই কাটছাঁট করা হচ্ছে। মেট্রো সূত্রে খবর, পশ্চিমমুখ ী যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সেখান থেকে হাওড়া ময়দান থেকে মহাকরণের দিকে প্রথম মেট্রো ছেড়ে যাবে ৯টা বেজে ৮ মিনিটে। শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে সন্ধ্যা ৭ টা বেজে ৫৮ মিনিটে। অন্যদিকে উল্টোপথে মহাকরণ থেকে প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল ৯টা বেজে ২০ মিনিটে। শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৮টা বেজে ৮ মিনিটে।

জাঁকিয়ে শীত কলকাতায়, নামছে পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার থেকেই নামতে শুরু করেছে তাপমাত্রা। ফলে শুক্রবার সকাল থেকে তো রীতিমতো কনকনে ঠাণ্ডা উপভোগ করছে রাজ্যবাসী। তাপমাত্রা নেমেছে অনেকটাই। এরই মধ্যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হল, আগামী দু'দিনে আরও কমবে তাপমাত্রা। এরই পাশাপাশি এবার রাজ্যের ৫ জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার ও রবিবার পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়ায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানেও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এই তাপমাত্রা কমবে আরও। শনিবার এই তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে।

অন্যদিকে পুরুলিয়ায় স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি নিচে পৌঁছাল তাপমাত্রা। শুক্রবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর বীরভূমের শ্রীনিকেতনে এই তাপমাত্রা নামে ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শুক্রবারে আসানসোলে তাপমাত্রা ছিল ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোচবিহারে ৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্ধমানে ১০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জলপাইগুড়িতে ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাঁকুড়ায় ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, হাওড়ায় ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিঘায় ১২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ইডি মামলায় জামিন পার্থর, তবে মুক্তি নয় এখনই

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি কেলেঙ্কারির মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রায় আড়াই বছর পর প্রথমবার জামিনের মুখ দেখলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দিনের পর দিন আদালতে কাতর আর্জি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পার্থ যে একজন প্রভাবশালী, বাইরে বেরলে যে তিনি তদন্ত প্রভাবিত করতে পারেন, এমনই সব যুক্তি দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন পার্থ। তবে খুব বেশি স্বস্তি নয়। কারণ, শুধু ইডির মামলাতেই তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে বলে শীর্ষ আদালত সূত্রে খ বর। জামিনের পাশাপাশি অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট শর্ত দিয়েছে যে জামিন পেলেও আর মন্ত্রী হতে পারবেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত বিধায়ক হিসেবে থাকতে পারবেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

সুপ্রিম কোর্টে ইডি মামলায় জামিন পেলেও সিবিআই মামলায় জেলমুক্তি ঝুলে রইল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। কলকাতা হাইকোর্টে চলছে সিবিআই মামলা। সেই মামলায় জামিন পেলে তবেই জেলমুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অনেকে ইতিমধ্যেই জামিন পেলেও 'প্রভাবশালী' হওয়ার কারণে পার্থর জামিন আটকে গিয়েছে বারবার। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তাই 'প্রভাবশালী' হয়ে বাইরে বেরিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণকে প্রভাবিত করতে পারেন তিনি, এই ভিত্তিই আটকানো হয় তাকে। পার্থর বান্ধবী তথা নিয়োগ কেলেঙ্কারির আর এক অভিযুক্ত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কেও জামিন দেওয়া হয়েছে আগেই। সুপ্রিম কোর্টেও ওই জামিনকে হাতিয়ার করেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী মুকুল রোহতাগী। এদিকে আদালত সূত্রে খ বর, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামের পাশে জুড়ে রয়েছে একের পর এক মামলা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রথমে ইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও পরে সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তবে শুক্রবার ইডি-র প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় জামিন পেলেন তিনি।

পার্থর বিরুদ্ধে সিবিআই-এর করা মামলার তালিকায় রয়েছে, গ্রুপ-সি নিয়োগ গ্রুপ ডি নিয়োগ নবম-দশম নিয়োগ একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগ প্রাথমিক নিয়োগ।

এছাড়াও প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ের চাকরিতে বেনিয়মের মামলাতেও নাম রয়েছে পার্থর। এর পাশাপাশি পার্থর বিরুদ্ধে ইডি-র করা মামলার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক নিয়োগ। শুধুমাত্র এই মামলায় জামিন পেয়েছেন পার্থ। এছাড়াও রয়েছে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি নিয়োগ নবম-দশম নিয়োগ একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা।

বরখাস্ত রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন রেজিস্ট্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বরখাস্ত করা হল রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন রেজিস্ট্রার সুবীর মৈত্রকে। আর্থিক অনিয়ম-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন এই রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করে। গত ৫ নভেম্বর তদন্তকারী আধিকারিকরা সেই রিপোর্ট জমা দেন। যাবতীয় তথ্য যাচাই করে, সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাত দিনের মধ্যে সুবীরকে উত্তর দিতে বলে। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে তদন্তের রিপোর্ট, সাক্ষীদের বয়ান আর সুবীরের জবাবি চিঠি খতিয়ে দেখে তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য এব্যাপারে বিবৃতি দিয়ে জানান, প্রাক্তন রেজিস্ট্রার সুবীর মৈত্রকে জরুরি ভিত্তিতে বরখাস্ত করা হচ্ছে। তাই তিনি কোনও রকম অবসরকালীন সুযোগসুবিধা পাবেন না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এও বলা হয়েছে যে বিজ্ঞপ্তিতে সুবীরের কাজের জন্য যে ক্ষতি বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়েছে, সে বাবদ ক্ষতিপূরণও তাঁকে দিতে হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ক'দিন আগে খবর হয়েছিল তৃণমূলের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র এবং শিক্ষাকর্মীদের 'আন্দোলন'-এর জেরে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আশিস সামন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখে াপাধ্যায়কে ইমেল করে আশিস নাকি জানিয়েছেন, তাঁকে চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি পদত্যাগ করতে চাইছেন।

ইছাপুরে বাক্স কারখানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশ কয়েক বছর ধরেই রাইফেল এন্ড অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি ইছাপুরের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার বক্স তৈরি করা হত নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর মায়াপল্লীতে। সেখানে শংকর চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির বাড়ির কারখানায় সেই বক্সগুলো তৈরি হত। যদিও বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে ওই ভয়াবহ আগুন লাগে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের জেরে কারখানাটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। কারখানা লাগোয়া একটি বাড়িও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কারখানার মালিক শংকর চৌধুরীর দাবি, বাক্স তৈরির জন্য মজুত রাখা ৫০-৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচামাল পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাঁর সন্দেহ, যেহেতু ব্যবসার প্রসার ঘটছে। তাই কেউ হিংসায় কারখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার সকালে লেকটাউনের দক্ষিণদাড়ি পোস্ট অফিসের কাছে একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লাগে। এরপরই কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও পকেট ফায়ারগুলি নেভানোর কাজ চলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তবে এদিনের এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খ বর নেই।

শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ পোস্ট অফিসের কাছে আগুন লাগে। প্রথমে বাড়ির নিচের তলায় আগুন লাগে বলে খবর। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন সদস্যরা। দ্রুত সেই আগুন বাড়ির বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দোতলায় আগুন লেগে যায়। প্রচুর কাঠের আসবাবপত্রে আগুন লাগে, তার জেরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে অনুমান কর্মীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেন কর্মীরা। প্রায় ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জনবহুল এলাকা হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসিন্দাদের মধ্যে। হতাহত বা আহতের কোনও খবর নেই। তবে কী থেকে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সিপি'র অফিসে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার পরিচয়ে ফোন, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পুলিশ কমিশনারের অফিসে ভুয়ো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসাবে পরিচয় দিয়ে ফোন। লালবাজার সূত্রে খবর, দিন ১৫ আগে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারে জাভেদ নামের ওই ব্যক্তি নিজেকে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার পরিচয় দিয়ে ফোন করে। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ।

সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন আগে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া এক অভিযুক্তকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়। একইসঙ্গে ওই মামলা মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেন ওই ভুয়ো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। এরপরই নড়েচড়ে বসে লালবাজার। কে তিনি, আসল উদ্দেশ্য কী, ঠিক করতে চাইছেন, পিছনে বড় কোনও অভিসন্ধি আছে কিনা তা নিয়ে খে াঁজখবর শুরু করে দেন লালবাজারের কর্তারা। মোলবাইল নম্বরের সূত্র ধরে শুরু হয় খোঁজ।

এরপর মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে দিল্লি থেকে অভিযুক্ত জাভেদকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, এই প্রথম নয়। এর আগেও এধরনের একাধিক অভিযোগ আছে।

বাংলাদেশের মাছ বয়কট ইন্দো বাংলা হিলশা ব্যবসায়ী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সীমান্ত বন্ধ করার অর্থাৎ ভারতে রফতানি বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে বাংলাদেশ। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ওপার থেকে লাগাতার আসছে ভারত বিদ্বেষী মন্তব্য। বাংলাদেশের নাগরিক থেকে বিএনপি নেতাদের একাংশ, এমনকী প্রাক্তন সেনাকর্তাও নানা হুমকি দিয়ে চলেছেন। তবে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি বন্ধ হলে যে ভারতের কিছু যাবে-আসবে না, সেটা এবার বুঝিয়ে দিলেন ব্যবসায়ীরা।

এদিকে ভারত থেকে চাল, আলু, পেঁয়াজ-সহ নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে কয়েকটি মাত্র পণ্য। তার মধ্যে অন্যতম হল ইলিশ মাছ। তবে পদ্মার ইলিশ বন্ধ করে বাজারে প্রভাব পড়বে কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীরা স্পষ্ট বলছেন, 'লাগবে না বাংলাদেশের মাছ।'

'ইন্দো বাংলা হিলশা এক্সপোর্ট ইমপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস স্পষ্টই হুঁশিয়ারির সুরে জানান, 'করুক বর্ডার সিল। আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত মাছ উৎপাদন হয়। অনেক বড় বড় কথা শুনেছি। আর নয়।' বরং তিনি আরও এক পা বাড়িয়ে জানালেন,

'এবার বন্ধ হোক বাংলাদেশি মাছের আমদানি।'

বাংলাদেশ থেকে ইলিশ ছাড়াও ভারতে আসে পাবদা, পারশে, ট্যাংরা, ভেটকি। দৈনিক ১৮ থেকে ২০ মেট্রিক টন মাছ আসে ভারতে। আর তার থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করেন বাংলাদেশের মাছ ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, ভারত থেকে বাংলাদেশে যায় রুই, কাতলা, বোয়াল ও বেশ কিছু সামুদ্রিক মাছ। বর্ডার সিল হলে বাংলাদেশেরই আর্থিক ক্ষতি হবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। এই প্রসঙ্গেই অতুল চন্দ্র দাস এও বলেন, 'বর্ডার সিল করুক। কিছু যায় আসে না। আমরা মায়ানমার থেকেও অনেক ইলিশ আমদানি করি। আর বাংলায় যা মাছ আছে, তাতেই হয়ে যাবে। আমদানি করার খরচও বাঁচবে। বরং আমরা রফতানি বন্ধ করলে বাংলাদেশের অবস্থা সাতদিনেই খারাপ হয়ে যাবে।' সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেন, মাছ বিক্রি করেই বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে বাংলাদেশ।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে পুরভোট করতে চায় শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরে যে পুরসভাগুলির ভোট বকেয়া কিংবা প্রশাসকের মাধ্যমে পুরবোর্ড পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে আগামী বছরই ভোট করানোর ভাবনাচিন্তা করছে নবান্ন। সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ খবরও মিলছে যে, শাসকদল তৃণমূলের একটি বড় অংশ অবশ্য চাইছে, দ্রুত এই পুর নির্বাচন হোক। কারণ, তাঁদের ধারনা লোকসভা ভোটের সাফল্যের রেশ থাকতে থাকতে পুরভোট হলে ফল ভাল হবে। আর এই পুরভোট সম্পন্ন হলে এলাকাবাসীর কাছে নাগরিক পরিষেবা যেমন আরও ভালভাবে পৌঁছে দেওয়া যাবে। একইসঙ্গে মুখ বন্ধ করা যাবে বিরোধীদেরও। এদিকে ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোট করিয়ে পুরসভাগুলির হাতে বছর খ ানেক সময় দেওয়া হলে তারাও কাজ করার সুযোগ পাবে। তাতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সুফল মেলার সম্ভাবনাই বেশি।

সব মিলিয়ে বকেয়া পুরভোট করিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কোমর বেঁধে ঝাঁপাতে চলেছে তৃণমূল। তবে এই মুহূর্তে যে সব পুরসভায় এখনও নির্বাচন হয়নি তার মধ্যে রয়েছে ধূপগুড়ি পুরসভা। এই ধূপগুড়ির ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৫টি ওয়ার্ড পিছিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস ভোট হয়নি দুর্গাপুর কর্পোরেশনেও। সেখ ানে ৪২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩২টি ওয়ার্ডে এগিয়ে বিজেপি, ১০'টা ওয়ার্ডে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস

এছাড়াও ভোট হয়নি হলদিয়া পুরসভাতেও। সেখানে ২৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র ছ'টায় এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। বাকি সব বিজেপি।

সম্পাদকীয়

বোঝা গেল কেন, ইজরায়েলের প্যালেস্টাইন আক্রমণের ফলে সিরিয়ার অভ্যন্তরীন সংঘর্ষ শেষ

এক সময়ে দামাস্কাস ছিল একটি আধুনিক, সম্ভ্রান্ত মহানগর বা 'মেট্রোপলিস', বহু ইতিহাস ও বহু সংস্কৃতির ধারক। বিশ্ব-কূটনীতিতেও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল পশ্চিম এশীয় দেশটির, দুই দিকে যুযুধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিরক্ষায় বিশেষ সহায়ক। হেনরি কিসিঞ্জার আমেরিকার বিদেশসচিব হিসেবে মনে করেছিলেন, 'মিশরকে বাদ দিয়ে কোনও যুদ্ধ হয় না, আর সিরিয়াকে বাদ দিয়ে কোনও শান্তি প্রয়াস হয় না।' ইতিহাস যে কত বড় পরিহাসের সামনে এসে নিজেকে দাঁড় করায়, আজকের সিরিয়া তার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রায় দুই যুগব্যাপী গৃহযুদ্ধ তথা বকলমে আন্তর্দেশীয় যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত এই মানবজমিনে এত দিন বিশেষ কোনও দেশ সহায়তার হাত বাড়ায়নি। বরং রাশিয়া, আমেরিকা, ইরান সকলেই নিজ নিজ স্বার্থে লাগাতার অস্ত্র, অর্থ ও সেনা সরবরাহ করে গিয়েছে। এখন কি যুদ্ধশেষে সিরিয়াকে আবার নতুন করে দাঁড় করাতে অন্তত কিছু দেশ এগিয়ে আসবে? প্রশ্নটি রইল সামনে। রইল কূটনৈতিক ক্ষমতাবিন্যাসের জটিলতর প্রশ্নটিও। গৃহযুদ্ধ নামেই, বকলমে যে সিরিয়ায় চলছিল আমেরিকা-রাশিয়া সংঘাত, এত দিনে তা দাবদাহের মতো স্পষ্ট। রাশিয়া বরাবরই আসাদের বিশেষ আশ্রয়দাতা, ২০১৫ সালে থেকে সিরিয়াকে রাশিয়াই কোনও রকমে ঠেকা দিয়ে রেখেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সেই সহায়তা দানে ঘাটতি পড়ছিল। ঠিক যেমন, গত বৎসরাধিক ধরে ইজরায়েলের হাতে প্যালেস্টাইন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আক্রান্ত হওয়ার জন্য ইরান ও লেবানন থেকেও সিরিয়ার পিছনে সমর্থন কমে আসছিল। সুযোগ বুঝেই আসাদ-বিরোধী জোট ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্ষমতাদখলে। আসাদ-পতনের 'দুঃসংবাদ' আসামাত্র সিরীয় ভূমিতে বিপুল আক্রমণ শাণাতে শুরু করেছে ইজরায়েল, যৎপরোনাস্তি ধ্বংস ও বিনাশই এখন তার লক্ষ্য। যুক্তি পরিষ্কার আসাদ-বিরোধী ইসলামি শক্তিজোট এক বার সিরিয়ার শাসনভার পেয়ে গেলে ইজরায়েলের দুয়ারে মহা বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। বোঝা সহজ, কেন ইজরায়েলের প্যালেস্টাইন আক্রমণের ফলে সিরিয়ার এত দিনের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটল, কেন আসাদ-রাজত্ব এই ভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল।

শব্দবাণ-১৩১

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দাস ৩. শূন্য, গগন ৫. মনগড়া, অবাস্তব ৬. চোর ৭. জাগ্রত, জেগে আছে এমন ৯. উৎসব ১১. মেটে, পাঁশুটে ১২. সংবাদ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চতুর, সেয়ানা ২. সাদা, শ্বেতকায় ৩. চোট, ঘা ৪. নগর ৭. — চিত্র ৮. সিদ্ধিদাতা, গজানন ৯. যাচাই ১০. কী শুনছেন এঁর কথা?

সমাধান: শব্দবাণ-১৩০

পাশাপাশি: ২. গুজগুজানি ৩. স্থানবদল ৬. সময়সীমা ৭. অপভ্রংশ।

উপর-নীচ: ১. মেগাস্থিনিস ২. গুরুস্থানীয় ৪. বদমায়েশ ৫. লম্বাচওড়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

সঞ্জয় গান্ধি

১৯২৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও পরিচালক রাজকাপুরের জন্মদিন।*
১৯৩৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিশ্বজিতের জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সঞ্জয় গান্ধির জন্মদিন।*

বাংলাদেশকে যাঁরা সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছেন, তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

দেশকে ভালবাসার সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের । প্রেমের সেরা দেশপ্রেম হলেও তা যে সময়ান্তরে ট্র্যাজিক পরিণতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, সে-বিষয়ে মনের সায় না মেলাই দস্তুর। অথচ সেটাই বাংলাদেশের হিন্দুদের উপরে নৃশংস আক্রমণের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। দেশকে ভালবাসার মূল্য যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে,তার পরিচয় সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের অসহায় অবস্থার দিকে তাকালেই সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। সাতচল্লিশের সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসংখ্য বাঙালি হিন্দু স্বদেশে পরবাসী হয়ে সে দেশ ত্যাগ করেছিল। তারপরেও অসংখ্য বাঙালি হিন্দু মুসলিম প্রধান পূর্ব পাকিস্তানকেই স্বদেশ ভেবে সে দেশেই থেকে যায়। শুধু তাই নয়, সে দেশের পাকিস্তান শাসকের বিরুদ্ধে বাঙালির বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুদীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সামিল হয়ে আপামর বাঙালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে বাঙালির একমাত্র স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে। সেই একাত্তরের যুদ্ধের সময়ও অসংখ্য বাঙালি হিন্দু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দেশান্তরিত হয়েছে। আবার একাত্তরের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারের হাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিহত হয়েছে। সেইসঙ্গে অসংখ্য বাঙালি হিন্দু মানুষের উপরে বিশ্বাস আঁকড়ে স্বাধীন বাংলাদেশকেই আপনার স্বদেশ ভেবে আজীবন থাকতে চেয়েছিলেন। আজ তাঁদের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে, ভাবা যায়! তাঁদের সেই দেশপ্রেমের মূল্য চোকাতে প্রাণ হাতে করে দেশকেই ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় বাধ্য হতে হচ্ছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির স্বপ্নই তেপান্ন বছর পর চব্বিশের মৌলবাদী শক্তির সংগঠিত ষড়যন্ত্রের সফল অভ্যুত্থানে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে সে দেশের সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের করুণ পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক সংকটকে উপেক্ষা করেও তাঁরা নিজেদের ভিটেমাটিতেই সবুজ স্বদেশের ভোরের সূর্যোদয়ের পতাকায় নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মৌলবাদী শক্তির উত্থানের পরেও লড়াই করে তাঁরা বাঁচার স্বপ্নকে আন্দোলনে মূর্ত করে তুলেছেন। অথচ সেই দেশকে স্বদেশ ভেবে দেশপ্রেমের আন্দোলনই তাঁদের স্বদেশে পরবাসী করে তুলল। এদিকে দেশান্তরি হওয়ার অবকাশ তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন,অসময়ে ভিটেমাটি হারিয়ে দেশান্তরে প্রতিষ্ঠা পাওয়াও তাঁদের পক্ষে দুরূহতর। অথচ বিশ্বাস আঁকড়ে থাকার মাশুল দিতে গিয়ে মনেপ্রাণে ধনেমানে নিঃস্ব হওয়ার আয়োজনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি মৌলবাদীদের অমানবিক আক্রমণের নৃশংসতা নেমে এসেছে।

বিশ্বাসের পৃথিবীটা ছোট হতে থাকলে সন্দেহ আর সংশয়ে নিরাপত্তার অভাববোধ তীব্রতা লাভ করে । শুধু তাই নয়, সেখানে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারানোতে। সেক্ষেত্রে বিপন্ন মানবিক অস্তিত্বে ধর্মীয় একাত্মতা প্রাধান্য লাভ করে। এজন্য গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যেও বিশ্বাসের বাতিঘরের অভাববোধে সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারা করে দেশের স্বাধীনতা স্বাভাবিক মনে হয়। অন্যদিকে সেই ভেদভাবনাকে অস্বীকার করেও সে দেশ ত্যাগ না করে সংখ্যালঘু হয়ে থাকার মধ্যে যে স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা জেগে থাকে,তা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, তাঁদের দেশান্তরি হওয়ার সুযোগ ও হাতছানি থাকলেও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের (যেমন,খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি) তেমন ছিল না বললেই চলে। অথচ তারপরেও বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনকে উপেক্ষা বা সহনশীল করেই সে দেশের বাঙালি হিন্দুরা বিশ্বাসের বাতিঘরটি জ্বেলে রেখেছিল। সেদিক থেকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মীয় পরিচয় যেখানে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠায় সৌরভ হয়ে ওঠার কথা,তাই তাঁদের স্বদেশে বিদেশি করে তুলেছে। আসলে ধর্মীয় মৌলবাদীদের দেশপ্রেম নেই, আছে ধর্মান্ধ দেশের আধিপত্য কায়েম করা। যে নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধা করে, সে কখনওই অন্যের ধর্মকে অস্বীকার বা আঘাত করতে পারে না। নিজের মায়ের প্রতি ভালোবাসাই অন্যের মাকে ভালবাসতে শেখায় । সেক্ষেত্রে যে ধর্মের নামে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে অত্যাচার বা হত্যা করে,সে ধর্মবিদ্বেষীই নয়,মানববিদ্বেষী পশু। যেখানে ধর্মের আদর্শই মানুষকে ভালবাসার কথা বলে, সেখানে উগ্র মৌলবাদীদের মুখে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে শত্রু মনে করার বুলি বেরিয়ে পড়ে। ভেদভাবনা বা বৈষম্যের বোধে স্বতন্ত্র করা যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায় না । বাংলাদেশের ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম রক্ষা করার নামে নির্বিচারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের যেভাবে ধ্বংস করায় মেতে উঠেছে,তাতে মানুষের আসল ধর্মই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, এতদিনের বাঙালির একমাত্র স্বাধীন দেশটিও আজ অস্তাচলে দিনমণি। যে দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের চেয়ে বাঙালির পরিচয়ই ছিল সবচেয়ে গর্বের বিষয়আশয়, দেশভেদেও দুই বাংলার মধ্যে একই সংস্কৃতি প্রবহমান নিয়ে বাঙালির ঐক্য বিশ্বনন্দিত, আজ সেই বাংলাদেশের বাঙালির ঐক্যচেতনাই নিঃস্ব, মৌলবাদীদের ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন, ভাবা যায়! অথচ এটাই নির্মম নিয়তি অনেক আগেই রচিত হয়েছিল। তার সবচেয়ে বড় শিকার বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা।

দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার কথা মনে হলেই আমাদের স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়। তখন দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশভাগের ছিন্নমূল মানুষের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার অনিকেত জীবন জেগে ওঠে। অথচ আজকের বাংলাদেশের ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে সে দেশের সংখ্যালঘুদের উপরে ধ্বংসযজ্ঞ দেখে মনে হয় আমাদের পূর্বসূরিদের দূরদৃষ্টি কত গভীর ছিল। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় নিরাপত্তার অভাববোধ নয়, সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় ছিল ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের নৃশংসতা যা বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। দেশ বা জাতির পরিচয় বা অধিকার নয়, ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারে অনিবার্য অমানবিক নৃশংসতা প্রতিরোধেই তা জরুরি ছিল। সেখানে আধিপত্যকামী মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রাণঘাতী রক্ত শক্তি বা সাহস সংখ্যালঘু মানুষের না থাকাই স্বাভাবিক। অথচ তারপরেও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাংলাদেশকে স্বদেশ ভেবে নেওয়ার অদূরদর্শিতা নিয়ে সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে তাঁদের বিশ্বাসকে অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করা যায় না। তাঁরা তো মানুষের উপরেই বিশ্বাস রেখেছিল। যারা ক্ষমতার লোভে বা আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থে তাঁদের বিশ্বাসকে হত্যা করে চলেছে, আসল অপরাধী তাঁরাই। অন্যদিকে সবকিছু জেনেশুনে বা দেখেও ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে যাঁরা আত্মগোপন করে আছেন, তাঁরাও কম দোষী নন। তাঁদের অদ্ভুত নীরবতাও মৌলবাদীদের সমর্থন জুগিয়ে চলছে। ধর্মনিরপেক্ষতাই তো মানুষের পক্ষে, ধর্মের ধ্বজাধারীদের বিপক্ষে। সেখানে যেকোনও ধর্মের মানুষের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের সমবেত প্রতিবাদই মৌলবাদীদের ধর্মান্ধ নৃশংসতার বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সরাসরি লড়াই না করেও সমবেত আওয়াজেও হিংস্র প্রাণীরা শিকার ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেখানে বাংলাদেশের ধর্মীয় মৌলবাদীদের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে ধ্বংসকামী বর্বরতার বিরুদ্ধে সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভয়ঙ্কর নীরবতা নৃশংসতাকে আরও বেপরোয়া করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদীদের একটি দেশ বৃদ্ধি পেলেও অচিরেই একটি মানুষের দেশ নিশ্চিত হয়ে যাবে। এজন্যই জরুরি সমবেত প্রতিবাদী আওয়াজ তোলা। তা না হলে এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য মৌলবাদীদের চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারীদের দায় কম হবে না, বরং বেশি। জেনেশুনে ভুল করলে তা অপরাধে পরিণত হয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারত ভূমিতে উইলিয়াম কেরি

ডাঃ শামসুল হক

জন্ম তাঁর বিলেতে। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুরু করে কর্মজীবনে প্রবেশ , সবকিছুও সেই দেশেই। তারপর একসময় নিজের খেয়ালেই তিনি চলে আসেন কলকাতায়। আর সেখানেই শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন। স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতেই তখন তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেও শুরু করেন। তারপর একসময় কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন কাছাকাছি শ্রীরামপুর শহরে। সেখানেই কেটে যায় তাঁর জীবনের পরবর্তী সময়টাও।

তিনি উইলিয়াম কেরি। ১৭৬১ সালের ১৭ ই আগস্ট জন্ম তাঁর ইংল্যান্ডের নাদার্ণটনশয়ারে । বাবা মায়ের জ্যৈষ্ঠ সন্তান তিনি। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন চঞ্চল প্রকৃতির। ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিকও। বিভিন্নভাবেই জানান দিতেন নিজস্ব মেধার পরিচয়ও। শিক্ষা জগতের প্রতিটি সিঁড়িও তিনি অতিক্রম করছিলেন একেবারে সাবলীলভাবেই। তাইতো পরিবারের সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যাশাও করেছিলেন অনেক কিছুই।

শিক্ষা জীবন শেষ করে উইলিয়াম প্রবেশ করেন তাঁর নিজস্ব কর্মজগতে । শিক্ষকতা দিয়েই শুরু হয় সেই জীবন। ১৭৮৫ সালে মৌল্টন স্কুলের সাধারণ এক শিক্ষক হিসেবেই কাজে যোগ দেন তিনি। সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন গীর্জায় ঘুরে ঘুরে ধর্মোপদেশ দেওয়ার কাজেও নিজেকে যুক্ত রাখেন । মাঝে আবার নেমেছিলেন জুতোর ব্যবসাতেও। আর সব ধরণের কাজেই পেয়েছিলেন প্রচুর সাফল্য ও । শুধু একটু চঞ্চল এবং খামখেয়ালী মানসিকতার মানুষ ছিলেন বলেই কোন পেশায় তিনি নিজেকে ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারেননি। তার উপর তাঁর আবার ছিল ব ই পড়ার প্রবল আগ্রহ এবং সেইসঙ্গে লেখালেখির নেশাও। অতএব কখন কিভাবে যে তাঁর সময় কেটে যেত সেটা তিনি নিজেও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারতেন না।

সেই বছরের শুরুতেই তিনি আবারও ঘাঁটি গাড়েন তাঁর পুরাতন শহরেই। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আবার চলে যান শ্রীরামপুরে। থাকতে শুরু করেন সেখানকার ড্যানিশ কলোনীতে। সেখানে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় গঠন করেন ব্যাপিষ্ট মিশনও। তৈরি করেন একটা ছাপাখানাও। বাড়িয়ে দেন লেখালেখির গতিও। আর একসময় তাঁর নিজস্ব প্রেস থেকেই তিনি প্রকাশ করেন বাংলা বাইবেলের নতুন নিয়ম নামক গ্রন্থও।

ইতিমধ্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে যে নতুন কলেজ স্থাপিত হয় কেরি সাহেব সেই কলেজর ই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত হন। সেই কলেজে থাকাকালীনই কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় শ্রেণী ভিত্তিক বেশ কয়েকটা পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, বলরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং তাঁর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় বাংলা ব্যাকরণের উপর প্রয়োজনীয় একটা গ্রন্থও। তারপর ১৮০৯ সালে বাইবেলের সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থও অনুবাদ করে চারিদিকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিও করেন তিনি।

১৮২২ সালে হঠাৎ হঠাৎ ই আগুন লেগে যায় তাঁর শ্রীরামপুরের প্রেসে। ক্ষয়ক্ষতিও হয় প্রচুর। ফলে মানসিকভাবে ভেঙেও পড়েন তিনি। তবে কলকাতা এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঠানো কিছু আর্থিক সহায়তা একসময় তাঁকে আবার চাঙ্গাও করে তোলে।

তারপর সবকিছুকেই আবার নতুনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলার চেষ্টাও করেন কেরি সাহেব এবং তাঁর সহযোগীরা। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তখন পাঠ্য পুস্তকের অভাব ও যে ছিল সেটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। তাই সেই অভাব মেটানোর জন্য ই ১৮১৭ সালে তিনি স্থাপন করেন কলকাতা বুক সোসাইটির। সেখানে বেশ কয়েকজন ইউরোপীয়ান সহ কয়েকজনয় বাঙালি হিন্দু এবং মৌলভী সহ একটা পরিচালন সমিতিও গঠন করেন। আর সকলে মিলে ১৮১৮ সালে দিকদর্শক নামক একটা মাসিক, সমাচার দর্পণ নামক একটা সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সেখানেই কিন্তু শেষ নয় , ১৮২১ সালে friends of India নামক একটা ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে যে নতুন কলেজ স্থাপিত হয় কেরি সাহেব সেই কলেজর ই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত হন। সেই কলেজে থাকাকালীনই কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় শ্রেণী ভিত্তিক বেশ কয়েকটা পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, বলরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং তাঁর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় বাংলা ব্যাকরণের উপর প্রয়োজনীয় একটা গ্রন্থও। তারপর ১৮০৯ সালে বাইবেলের সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থও অনুবাদ করে চারিদিকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিও করেন তিনি।

শ্রীরামপুর শহরের অতি প্রসিদ্ধ সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয় তাঁর ই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অতি অবশ্যই সততারই ফসল হিসেবে। ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কলেজ। আজ ও উইলিয়াম কেরির সেই অমর সৃষ্টি মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

১৯৪৫ সালে উইলিয়াম কেরির জীবনীকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক প্রথমনাথ বিশি লিখেছিলেন একটা জীবনী গ্রন্থও। কেরি সাহেবের মুন্সী নামক সেই পুস্তকে বর্ণিত আছে বলরাম বসুর কথাও। ১৯৬০ সাল সেই গ্রন্থখানা আবার পায় রবীন্দ্র পুরস্কারও। পেয়েছে চলচ্চিত্রের রূপও। ১৮৩৪ সালের ৯ই জুন সত্তর বছর বয়সে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চির বিদায় নেন শিক্ষানুরাগী সেই মানুষটি। শ্রীরামপুর ব্যাপিষ্ট মিশনারীদের সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয় তাঁকে।

পুর-দুর্নীতির অভিযোগে ফেসবুক পোস্ট বিজেপি বিধায়কের, হুঁশিয়ারি চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখী পুরসভা দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে ফেসবুক পোস্ট বিজেপি বিধায়কের, পালটা বিজেপি বিধায়ককে চিঠি পুরসভার চেয়ারম্যানের, আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি বিধায়ককে বিরুদ্ধে।

৯ ডিসেম্বর ফেসবুকে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি একটি ফেসবুক পোস্ট করে লেখ নে তিনি উল্লেখ করেন, 'সোনামুখী পুরসভায় লাইট লাগানোর জন্য ২ কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছে, সেই কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ২৫ শতাংশ কাটমানি নিচ্ছে।' এরপরের দিন ১০ ডিসেম্বর সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জি দিবাকর ঘরামির উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি ফেসবুকে পোস্ট করে উল্লেখ করেন। 'হ্যাঁ... দিবাকরবাবু আপনাকেই বলছি, ইংরেজিতে লেখা, মন দিয়ে পড়বেন। আইনগত পদক্ষেপ করতে চলেছি, তৈরি থাকুন।'

প্রসঙ্গ নিয়ে সোনামুখী পুরসভার

চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জি বলেন, বিধায়ক এই ধরনের পোস্ট করে একটি সস্তার রাজনীতি করতে চাইছেন। পুরসভার পক্ষ থেকে বিধায়ককে কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল বিধায়ক যে পোস্ট করেছেন তার কতটা সত্যতা রয়েছে এবং তাঁর কাছে কী তথ্য প্রমাণ রয়েছে তা প্রকাশ্যে আনার জন্য। যদি তিনি এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করতে না পারেন তবে বিধায়ককে ক্ষমা চাইতে হবে, না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, বিধায়কের ফেসবুক পোস্ট নিয়ে সোনামুখী পুরসভার সকল কাউন্সিলর এবং কর্মীরা অপমানিত হয়েছেন এবং আঘাত পেয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে সোনামুখী পুরসভার এই পদক্ষেপ। চেয়ারম্যান জানান, যদিও বিধায়ক সেই চিঠি গ্রহণ করেননি, যে কারণে বাই মেল এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাঁর কাছে তাঁদের এই বার্তা পাঠানো হয়েছে।

তবে সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি চেয়ারম্যানের উদ্দেশে বলেন, 'আইনি হুঁশিয়ারি দেওয়ার কিছু নেই। উনি একজন আইনজীবী উনি যে কোনও আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন, যদি ওই পোস্ট কোনও আইন লঙ্ঘন করে। আমাদের আইনের ওপর ভরসা আছে। আমরাও আইনের মাধ্যমে উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। ফেসবুক পোস্টের কতটা সত্যতা রয়েছে তা আইনের মাধ্যমে প্রমাণ হবে। ক্ষমা চাওয়ার এখানে কোনও প্রশ্ন নেই। আমি এই মুহূর্তে বাইরে রয়েছি। চিকিৎসার জন্য ভুবনেশ্বর আছি উনি আইনি ব্যবস্থা নিন, আমরা ঠিক সময় দেখব।'

হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা নিয়ে বৈঠক পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা সম্পর্কিত একটি বৈঠক হল মঙ্গলবার পুরুলিয়ার সার্কিট হাউসে। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি জনাব ডঃ সেক আবু তাহের কামরুদ্দিন সাহেব,জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক শ্রী পার্থ চ্যাটার্জি, ডিআই অফ স্কুল শ্রীমতি মহুয়া বসাক, এই অফ স্কুল ও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মাদ্রাসা শিক্ষা শুভাশিস বক্সি মহাশয় শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ মাদ্রাসা পর্ষদের সদস্য ও পুরুলিয়া জেলা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আরমান আনসারী। এদিনের বৈঠকে হাই মাদ্রাসা আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রসঙ্গত এবছর হাই মাদ্রাসা আলিম ও ফাজিলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে বলে জানিয়েছেন সেক আবু তাহের কামরুদ্দিন সাহেব। পাড়া থানার ভাগাবাঁধ হাইস্কুলের পরিবর্তে রঘুনাথপুর ওয়ান ব্লকের শাঁকড়া হাইস্কুলে এবার মাদ্রাসার সেন্টার হয়েছে। এখানে পরীক্ষা দিবে নতুনডিহাই মাদ্রাসা ও পঞ্চগ্রাম ফতেডাঙা হাই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা। পুরুলিয়া জেলার আরেকটি সেন্টার হাই স্কুল পুরুলিয়া শহরে, ওই সেন্টারে পরীক্ষা দিবে সিনিয়র মাদ্রাসা ইসলামুল মোমেনিন বাঘড়াআমাড়া ইসলামিয়া হাই মাদ্রাসা ও হুড়া থানা অ্যাকাডেমি হাই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা।

মিড-ডে মিলের বরাদ্দ টাকা অপর্যাপ্ত, সবজি বাগান স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মিড ডে মিলে শিশুদের মাথাপিছু প্রাইমারি পড়ুয়াদের বরাদ্দ বেড়েছে ৭৪ পয়সা, আর হাইস্কুল পড়ুয়াদের প্রায় ৩ টাকা মতো। যেই টাকায় স্কুল পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া তো দূর অস্ত, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাবার দেওয়া ভার হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এক অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা গেল বাঁকুড়ার একটি স্কুলকে।

প্রসঙ্গত, বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের ভোলা হীরাপুর নেতাজি সুভাষ উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারি নিয়ম মাফিক মিড ডে মিল চলে। পড়ুয়াদের খাবার দেওয়ার জন্য তারা রীতিমতো স্কুল ক্যাম্পাসের ঠিক পাশেই তৈরি করে ফেলেছেন 'ইকো গার্ডেন'। যে বাগানে মরসুমি বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করা হয়। সেই বাগান থেকে উৎপাদিত শাকসবজি সোজা নিয়ে আসা হয় স্কুলের রান্নাঘরে।

সেখানেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রান্না করে মিড ডে মিলে স্কুল পড়ুয়াদের খাবার পরিবেশন করেন।

এই স্কুলে রয়েছে আবার আরেকটি সিস্টেম। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, যেখানে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের মিড ডে মিল দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু যে সমস্ত অনগ্রসর পরিযায়ী শ্রমিকদের ছেলেরা যাদের পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফোরানোর অবস্থা, সেই সমস্ত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি ছাত্রছাত্রীদেরও খাবার প্রদান করা হয়।

কিন্তু এ ধরনের একটা বাগান চালানো তো খরচসাপেক্ষ, কোথা থেকে আসে টাকা? এই প্রশ্নের উত্তরে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, যাদের নার্সারির ব্যবসা রয়েছে, স্কুলের প্রাক্তনী সকলেই এগিয়ে এসেছেন। কেউ সাহায্য করছেন পরিশ্রম দিয়ে তো কেউ গাছের চারা থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা এভাবেই চালিয়ে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। এই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে রীতিমতো চমক প্রদান করেছে বাঁকুড়ার ভোলা হীরাপুর নেতাজি সুভাষ উচ্চ বিদ্যালয়। এই স্কুল অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াক পশ্চিমবাংলার অন্য স্কুলগুলির।

৫০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ দুই মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ধুরিটোলা মোড়ের কাছে পুলিশ অভিযান চালায়। সেখানেই ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম নাজমুল হোসেন এবং আতাউল শেখ। তাদের বাড়ি কালিয়াচক থানার বালিয়াডাঙা এলাকায়। এদিন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধুরিটোলা মোড়ের কাছে বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল ওই দুই মাদককারবারী। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। এরপর ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উদ্ধার ব্রাউন সুগারের প্যাকেট। শুক্রবার ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মালদা আদালতের মাধ্যমে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

একাধিক আইসিডিএস কেন্দ্র পরিদর্শন ও সতর্কবার্তা ওসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের নির্দেশে আউশগ্রাম থানা এলাকার ছোঁড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উদ্যোগে এদিন রামনগরের পাশাপাশি ভেদিয়া, অমরপুরের বেশকিছু আইসিডিএসে গিয়ে তদন্ত করে। সরকারি নির্দেশে ছোঁড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি ত্রিদিব রাজ শুক্রবার সকাল থেকেই এলাকার একের পর এক আইসিডিএস সেন্টারগুলোতে গিয়ে খোঁজ নেন খাবারের মান কেমন সেই বিষয়ে। এছাড়াও ছেলেমেয়েদের সংখ্যা কত। কী কী রান্না হচ্ছে প্রতিদিন। কথা বলেন ছেলেমেয়েদের অবিভাবকদের সঙ্গেও। সেই সঙ্গে রান্না করা খাবার যেন ঢাকা দিয়ে রাখা হয় সেই বিষয়ে বলেন। পানীয় জলের ব্যবস্থা কেমন তাও জানতে চান। পুলিশের এমন তদারকিতে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

তাদের অনেকের মত, পুলিশের এমন তদারকি হলে খাবার দাবারের মান পালটাবে। সেইসঙ্গে উন্নত হবে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার মানও। সকালে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও আইসিডিএস সেন্টারে গিয়ে দিদিমণি আর খুদে পড়ুয়াদের খাওয়া দাওয়ার খোঁজখবর নেওয়া হবে বলে জানান আউশগ্রাম থানার পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের নির্দেশেই এমন কর্মসূচি বলে জানা গিয়েছে। তবে ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ মতোই এই রকমের কর্মসূচি নিয়েছে পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের একটি নির্দেশিকা এসেছে। আর সেই নির্দেশেই আইসিডিএস, এসএসকে, এমএসকের মতো শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে যেখানে চালু রয়েছে পড়ুয়াদের মি ডে মিল, সেগুলিতে পর্যবেক্ষণ চালানো হবে পুলিশের পক্ষ থেকে।

এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে গোপালপুর উল্লাসপুর আইসিডিএস সেন্টারের কর্মী পিঙ্কি দাস মণ্ডল বলেন, 'আমাদের থানার বড়বাবু এসেছিলেন তদন্ত করতে। কী কী রান্না হচ্ছে দেখে যান। খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে। আর সর্তকতা নিয়ে যেন খাওয়ানো হয় ছেলেমেয়েদের তা বলে গিয়েছেন। সেইসঙ্গে প্রতিদিনই খাদ্য তালিকায় বদল আনতে বলেছেন।'

শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় শুক্রবার। 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রকল্পকে সামনে রেখে এদিন বালুরঘাট ব্লকের বড় কাশিপুর ফুটবল ময়দানে চলে এই বস্ত্র বিতরণ। বয়স্কদের কম্বল বিতরণ করার পাশাপাশি প্রায় ২০০ জন শিশুকে পড়াশোনার সামগ্রী সহ কাপড় বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত সাধারণ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণও করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট সদর ট্রাফিক আইসি অরুণ কুমার তামাং সহ আরো অনেকে।

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, সেক্টর-২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬, ইমেল- Bardhaman.Estate@bankofindia.co.in

ভাড়া / লিজে প্রেমিসেসে প্রয়োজন

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিসের গ্রাম + পোঃঅঃ - পানাগড়, থানা- কাঁকসা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান -এ প্রথম তলায় **১০০০ থেকে ১৭০০ বর্গফুট (প্রায়)** লিজ ভিত্তিতে একটি সু-নির্মিত বাণিজ্যিক জায়গা প্রয়োজন। আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে "টেন্ডার" ট্যাবের অধীনে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.co.in** দেখুন বা উপরের ঠিকানায় আমাদের জোনাল অফিসে যোগাযোগ করুন।
টু বিড সিল করা কভারে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৬.১২.২০২৪ বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত** বা তার আগে। কোনো কারণ না দেখিয়ে যে কোনো বা সব বিড বাতিল করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

SBI এসবিআই ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)
টেলিফোন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর
৩৪, বি.বা.দী. বাগ কলকাতা -৭০০০০১
ইমেল আইডি: sbi.01401@sbi.co.in
লকার ভেঙ্গে খোলার বিজ্ঞপ্তি

আমাদের নিম্ন উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট শাখার লকার ভাড়াকারীদের এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে আপনারা যেহেতু আমাদের অনুস্মারক এবং নোটিশ সত্ত্বেও লকার ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই শাখার পক্ষ থেকে লকারগুলি ভেঙ্গে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনাকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনার বকেয়া পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক লিজ চুক্তির অধীনে বিধানটি ব্যবহার করবে এবং ভাড়াকারীদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি এবং খরচে লকারটি খোলার ব্যবস্থা করবে।

ক্র. নং.	শাখার নাম ও কোড	নাম	লকার আইডি	মোট টাকায়
১.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	বিনোদ আগরওয়ালা	১/৬২	১৯৬৬৪
২.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	প্রশান্ত কুমার রায়	৩/১৬১	১৩৬৮৮
৩.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	মাইকেল সরকার	৩/২০১	২৫৮৭৩
৪.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	দীপক বাইস্যাক	৩/২১২	২৫৮৭৩
৫.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	অজিত কুমার বসু	৪/২৩১	২৫৮৭৩
৬.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	অরূপ কুমার ব্যানার্জী	৪/২৪২	২৫৮৭৩
৭.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	শ্যামলী সরকার	৪/২৪৩	২৫৮৭৩
৮.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	চঞ্চল কুমার ব্যানার্জী	৪/২৫০	২৫৮৭৩
৯.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	শ্রী সান্তনু চ্যাটার্জি	৪/২৫২	২৫৮৭৩
১০.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	সুনীল কুমার কোলে	৪/২৬০	২৫৮৭৩
১১.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	শ্রী এ গুপ্তা	৪/২৬৭	২৫৮৭৩
১২.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	শ্রীমতী সবিতা দাস	৪/২৭৮	২৫৮৭৩
১৩.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য	৪/২৯৫	২৫৮৭৩
১৪.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	তৃষিতা মুখোপাধ্যায়	৫/৩৬৫	২৫৮৭৩
১৫.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	জ্যোত কুমার চ্যাটার্জি	৬/৪২৭	২৫৮৭৩
১৬.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	এস এ কে রাজাগোপাল	৬/৪২৮	২৫৮৭৩
১৭.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	মিনা বোস	বেন্ট০২/২০০০৩	১১৯১৮
১৮.	ডালহৌসি স্কোয়ার শাখা (০১৪০১)	গীতা পাল	বেন্ট০২/২০০৩৩	৮০২৪
	মোট			৪১৫৫১৬

তারিখ: ১৪.১২.২০২৪
স্থান: ডালহৌসি স্কোয়ার
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV (পরিশিষ্ট III)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বহরমপুর মেন শাখা
৩১৫, নেতাজি রোড, খাগরা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৭.১০.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা (১) শ্রীমতী শ্যামলী মৈত্র,** স্বামী প্রবীর কুমার মৈত্র (ঋণগ্রহীতা) ৪/১, কুঞ্জ আবাসন, ৫৩, নয়া সড়ক রোড, সাময়কি দোকানের নিকট, গোরাবাজার, পো এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ এবং "নিধি টাওয়ার" ফ্ল্যাট নং ২-০ ৩য় তল, ৩৯/১, রসগঞ্জ রোড, পোস্ট কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর পুরসভা অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ **(২) নিবির মৈত্র,** পিতা প্রবীর কুমার মৈত্র (ঋণগ্রহীতা) ৪/১, কুঞ্জ আবাসন, ৫৩, নয়া সড়ক রোড, সাময়কি দোকানের নিকট, গোরাবাজার, পো এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ এবং "নিধি টাওয়ার" ফ্ল্যাট নং ২-০ ৩য় তল, ৩৯/১, রসগঞ্জ রোড, পোস্ট কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর পুরসভা অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ **বহরমপুর মেন শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৪৩,৭৫১.০০ টাকা** (কুড়ি লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ একান্ন টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর মেন শাখার** নিকট বকেয়া **২০,৪৩,৭৫১.০০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা -৯৯ কালিকাপুর, খতিয়ান নং আরএস ৮০, এলআর ৭৭৮, ১০১১, ১০১৮, প্লট নং আরএস ৩৪১, আরএস ৩৪২,আরএস ৩৪৩, এলআর ৪৬৭, এলআর ৪৬৯, এলআর ৪৬৮, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৩৯.০৬ বর্গফুট, ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য় তলে, ভবনের নাম 'নিধি টাওয়ার', বহরমপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৩৯/১, রসগঞ্জ রোড,পো : কাশিমবাজার রাজ, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১০২। সম্পত্তির বিক্রয় দলিল ১৫৯৭৪ তারিখ ১৩.১০.২০২৩, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১২০৩-২০২৩,পৃষ্ঠা ৩৬৭৯৯৬ থেকে ৩৬৮০২৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বহরমপুর। **ভবনের (নিধি টাওয়ার) চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিষ্ণুপদ মুখার্জি, দক্ষিণে : রসগঞ্জ রোড, পূর্বে : হুকুম চাঁদ ব্যাঙ্গ, পশ্চিমে : রসগঞ্জ রোড।

তারিখ :১২.১২.২০২৪
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তোপাজ কয়াল, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **প্রতীকী দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ৩১.১২.২০২৪ (ক্র. নং ১)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৫.০১.২০২৫ (ক্র. নং ২)
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান	অকশনের তারিখ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **মহঃ মাজিদ** পিতা-প্রয়াত আব্দুল জব্বার, **ঠিকানা:** ৪৭বি, ক্যানাল ইস্ট রোড, ফাশি মসজিদের কাছে, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা ৭০০০১১ **এবং** এফআর ২, ৪র্থ ফ্লোর, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং- ৮২৮, নর্থ ইস্ট ফরতাবাদ, স্কিম প্লট নং এসসি ১, ফেজ -১১-এ, গুলমোহর পার্ক পোস্ট- গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪ এবং ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড, নারকেলডাঙ্গা, ফাশি মসজিদের কাছে, কলকাতা ৭০০০১১ **নাহিদা খাতুন** স্বামী- মহঃ মাজিদ , **ঠিকানা:** ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড, নারকেলডাঙ্গা, ফাশি মসজিদের কাছে, কলকাতা ৭০০০১১ **এবং** ৪৭বি, ক্যানাল ইস্ট রোড, ফাশি মসজিদের কাছে, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা ৭০০০১১ **এবং** এফআর ২, ৪র্থ ফ্লোর, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং- ৮২৮, নর্থ ইস্ট ফরতাবাদ, স্কিম প্লট নং এসসি ১, ফেজ -১১-এ, গুলমোহর পার্ক পোস্ট- গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪	স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং এফআর-২ দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকের ৪র্থ ফ্লোরে কমবেশি ১১৩২ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ড আপ এরিয়া এবং নীচ তলায় একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ যার নং ২ পরিমাপ ১২০ বর্গফুট সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং বহুতল ভবনের সাধারণ এলাকার শেয়ার যা কমবেশি ৯.৯০ ডেসিমেল বা ৬ কাঠা (কমবেশি) সমতুল্য জমি পরিমাপের উপর নির্মিত এবং মৌজা বারহাঁস ফরতাবাদ, জেএল নং ৪৭, আর.এস. দাগ নং ৩৯৭৩ এবং ৩৯৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৯৫,১৭৪০, ১৭৪২, ১৭৪৩, স্কিম প্লট নং এসসি-১ এর অধীনে, ফেজ -২-এ, গুলমোহর পার্কের মধ্যে, থানা- সোনারপুর, পোস্ট- গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪, হোল্ডিং নং ৮২৮, উত্তর পূর্ব ফরতাবাদ, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০২৮, থানা- সোনারপুর, এডিএসআরও গড়িয়া জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তিটি মহঃ মাজিদের নামে আছে** দলিল নং- ২০১৮ সালের ১৬২৯০৪৪৩১ মাধ্যমে, বই - ১, ভলিউম ১৬২৯-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৩৪৬০৬ থেকে ১৩৪৬৪০ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত এডিএসআরও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার গড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে । **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলের অধীনে**	৪৯,৪৭,২৬৭.০০ টাকা (রুপি উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি মাত্র) ০৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী সহ ১০.০৩.২০২৪ থেকে তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি	ক) ৪২,০৩,০০০.০০ টাকা খ) ৪,২০,৩০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	**অকশনের তারিখ** **৩১.১২.২০২৪** এবং **যোগাযোগের ব্যক্তি** **৯৬৭৪৭১৭৭৩৭** **৯৬৭৪৭১১২৫৫** **পরিদর্শনের তারিখ: ২৪.১২.২০২৪**
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী সঙ্কোচ কুমার ঘোষ** **ঠিকানা:** ১৮৫, পণ্ডিত মতিলাল কলোনি বোস পাড়া, রাজবাড়ি কলোনি, থানা- দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭০০০৮১	**সম্পত্তি নং ১:** দমদম পৌরসভার স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে ৫ নং (পূর্বতন) ওয়ার্ডের অধীনে চারতলা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ১১০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকার সকল সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যার হোল্ডিং - ১, প্রেমিসেস বোস পাড়ায় , এডিএসআরও কাশিপুর দমদম, থানা- দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা-সুলতানুর, জেএল নম্বর - ১০, পরগনা- কালিকাতা, হাল দাগ নং ২৫১৫(পি) ইপি নং-১৮৫ এর অধীনে, এসপি নং ৫২৯. ডাক ঠিকানা- ১৮৫, পণ্ডিত মতিলাল কলোনি, বোস পাড়া, রাজবাড়ি কলোনি, থানা- দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৮১। বিভাজন দলিল নং- ২০১৩ সালের আই- ০৬৪৬০ এবং উপহারের দলিল নং ২০১৭ সালের ১৫০১০৭৫৯৬ এর মাধ্যমে **সম্পত্তিটি সংকোচ কুমার ঘোষের নামে রয়েছে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:-** উত্তরে - গোপাল সাহা এর বাড়ি, দক্ষিণে- কমন মন্দির, রোড ও বিজন কুমার ঘোষ এর বাড়ি, পূর্বে- ১৪ ফুট প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- রবীন ভট্টাচার্য এর বাড়ি ও কমন রোড। **সম্পত্তি নং ২ :** দমদম পৌরসভার স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে ৫ নং (পূর্বতন) ওয়ার্ডের অধীনে চারতলা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় ফ্লোরে (মার্বেলের তৈরী মেঝে) কমবেশি ১৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকার সকল সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যার হোল্ডিং -১, প্রেমিসেস বোস পাড়ায় , এডিএসআরও কাশিপুর দমদম, থানা- দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা-সুলতানুর, জেএল নম্বর - ১০, পরগনা- কালিকাতা, হাল দাগ নং ২৫১৫ (পি) ইপি নং-১৮৫ এর অধীনে, এসপি নং ৫২৯. ডাক ঠিকানা- ১৮৫, পণ্ডিত মতিলাল কলোনি, বোস পাড়া, রাজবাড়ি কলোনি, থানা- দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৮১। বিভাজন দলিল নং- আই-০৬৪৬০ সাল-২০১৩ এবং উপহার দলিল নং আই ২০১৭ সালের ১৫০১০৭৫৯৫ এর মাধ্যমে **সম্পত্তিটি সংকোচ কুমার ঘোষের নামে রয়েছে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:-** উত্তরে - গোপাল সাহা এর বাড়ি, দক্ষিণে- কমন মন্দির, রোড ও বিজন কুমার ঘোষ এর বাড়ি, পূর্বে- ১৪ ফুট প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- রবীন ভট্টাচার্য এর বাড়ি ও কমন রোড। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলের অধীনে**	৬০,১৭,৯২০.০০ টাকা (রুপি ষাট লক্ষ সতের হাজার নয়শত কুড়ি মাত্র) ২২.১১.২০২৩ অনুযায়ী সহ ২৩.১১.২০২৩ থেকে তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি	**সম্পত্তি নং ১** ক) ৩০,৮২,০০০.০০ টাকা খ) ৩,০৮,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং ২** ক) ৪১,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ৪,১৭,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	**অকশনের তারিখ** **১৫.০১.২০২৫** এবং **যোগাযোগের ব্যক্তি** **৯৬৭৪৭১৭৭৩৭** **৯৬৭৪৭১১২৫৫** **পরিদর্শনের তারিখ: ০৮.০১.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে।

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১৪.১২.২০২৪
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি
তারিখ : ১০.১২.২০২৪

১) শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড, (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা), পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯
২) শ্রী সোমনাথ ঘোষ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) ১৫৪, বি কে পাল এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৫
৩) শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৪) বিশ্বরূপা স্টিল প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৫) স্কাইওয়াক নির্মাণ প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

হইতে
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II
১১তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং
১ মিডলটন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

প্রিয় মহাশয়,
বিষয় : - ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ/বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিমিত্ত নোটিশ
অ্যাকাউন্ট : মেসার্স শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি.
আমরা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ০৫.১২.২০২৪ তারিখের নোটিশ অনুযায়ী এবং দখল নোটিশ তারিখ ০৮.০৮.২০১৭ অধীনে উক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আপনাদের মনোযোগ আহ্বান করছি। কিন্তু আপনারা উক্ত নোটিশের পরও বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংশ্লিষ্ট সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত সংরক্ষিত মূল্যে জামিনদত্ত সম্পদসমূহ ব্যাঙ্ক ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে এবং বিক্রয় সংবাদপত্রে প্রকাশের পরবর্তী ২০০২ সালে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে উক্ত রুলসের পরিশিষ্ট ৪-এ অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায় দিতে ব্যর্থ হলে।
বিক্রয়দত্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :

ক্রম নং	জামিনের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)
১.	খালি জমির পরিমাণ ৩৫০ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কড়েয়া বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩ উল্লেখ্য জেএল নং ০৮, এরিয়া ১৮৭৪.৩৪ ডেসিমেল, দলিল নং ১-৯৪৬৫/০৮, ৯৪৬৪/০৮, ৮৫৫৪/০৮, ৩১৫৫/০৮, ২৯৭০/০৭, ২৯১৫/০৭, ২৮৬৫/০৮, ২২০৬/০৭, ২১৮৮/০৭, ২১৮১/০৭, ২১২৩/০৭, ২১২২/০৭, ২১২১/০৭, ২১২০/০৭, ২১১৮/০৭, ১৯৯০/০৭, ১৮১৬/০৬, ১৩০২/০৬, ১৬৩/০৯, ১২৮২/০৬ মালিক মেসার্স শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি. চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি জমি, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে :খালি জমি, পশ্চিমে : খালি জমি।	৩,৮৪,০০,০০০.০০	৩৮,৪০,০০০.০০
২.	খালি জমি পরিমাণ ১৭৪৮.৫৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কড়েয়া বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩ উল্লেখ্য জেএল নং ০৮, এরিয়া : ৪৫৩.৫৯ ডেসিমেল, দলিল নং ১-২৯০৮/১০, ২৭৭৬/১০, ২৭০৭/১০, ২৬৪৫/১০, ২৬৩৯/১০, ২৫০০/১০, ২৪৯৭/১০, ২৪০৭/১০, ২৩০৮/১০, ২২২২/১০, ২১৭২/১০, ২১৫৫/১০, ১৮৬৯/১০, ১৬৫২/১০ মালিক মেসার্স স্কাই ওয়াক নির্মাণ প্রা. লি. চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি জমি, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে :খালি জমি, পশ্চিমে : খালি জমি।	৯৩,০০,০০০.০০	৯,৩০,০০০.০০

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ ঃ ১৪.১২.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএএমবি II, কলকাতা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৯.২০১৮** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মেঘা গ্রানুয়েলস প্রাইভেট লিমিটেডে** রেজিস্টার্ড অফিস ছায়াগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, গ্রাম - ছাতাবারি, জেলা - কামরূপ, রাজ্য - আসাম, ৭৮১১২৩ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী ত্রিলোক চাঁদ আগরওয়াল (ডিরেক্টর),** বিই-২২৩, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪ **(খ) শ্রী শেওয়েট আগরওয়াল (ডিরেক্টর)** বিই-২২৩, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪ **(গ) জয় যশোদা নির্মাণ প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ২৬৯, বাঙ্গুর এভিনিউ, বি১-বি, কলকাতা - ৭০০০৫৫ **(ঘ) মেসার্স বিহার রাফিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** সিই-৬১, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪ **(ঙ) ওয়েলবিল্ড সিমেন্টেস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** বিই-১৭৯, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৬৪ **(চ) শতাব্দী জুট প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** বিই-১৭৯, সল্টলেক সিটি, সেক্টর - ১, কলকাতা - ৭০০০৬৪ **(ছ) টাইমসপ্যাক ইন্ডিয়া লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** সিই-৬১, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪ **(জ) টাইমস ফেরো অ্যালয়জ লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** সিই-৬১, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,১৯,৮১,৫৩৯.৪৪ টাকা (সাতাশ কোটি উনিশ লাখ একাশি হাজার পাঁচশ উনচল্লিশ টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) ২৬.০৯.২০১৮ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা চুক্তি মোতাবাকে হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতেও দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা কোনও বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় দাবি নোটিশের শর্ত অনুযায়ী, সারফেসি আইনি প্রক্রিয়াকালে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মেঘা গ্রানুয়েলস প্রা লি** ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস (সিআইআরপি) অধীনে প্রক্রিয়া গ্রহণ করে এবং উক্ত সিআইআরপি অধীনে ব্যাঙ্ক **৬,৯৫,০৯,১৮৫.০০ টাকা (ছয় কোটি পঁচানব্বই লাখ নয় হাজার একশ পঁচাশি টাকা)** উশুল করে এবং অন্যান্য উৎস থেকে ব্যাঙ্ক **১,০৮,৫২,০০০.০০ টাকা (এক কোটি আট লাখ বাহান্ন হাজার টাকা)** উশুল করে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী এবং বর্তমানে ব্যাঙ্কের দাবি ২৬.০৯.২০১৮ তারিখের দাবি নোটিশ অনুযায়ী পরবর্তী আদায় বাকি নিম্নোক্ত মতে :

ক. ২৬.০৯.২০১৮ তারিখের দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি	খ. ২৬.০৯.২০১৮ তারিখ পরবর্তী অধার্য পুঞ্জীভূত সুদ ১০.৪৫ শতাংশ হারে ৩০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত	গ. সিআইআরপি চলাকালীন উশুল পরিমাণ এবং অন্যান্য উশুল পরিমাণ	ঘ. বর্তমান দাবির পরিমাণ (এ, বি, সি)
২৭,১৯,৮১,৫৩৯.৪৪	২১,৫৮,৮৬,৫৯০.৭৩	৮,০৩,৬১,১৮৫.০০	৪০,৭৫,০৬,৯৪৫.১৭

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৪০,৭৫,০৬,৯৪৫.১৭ টাকা (চল্লিশ কোটি পঁচাত্তর লাখ ছয় হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং সতের পয়সা) টাকা ৩০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং** ০১.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

দলিল নং ৮৯৪৬-২০০৬ সালের, **মেসার্স জয় যশোদা নির্মাণ প্রা লি** এর নামে।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ১৭ কাঠা ০৬ ছটাক (কমবেশি) এবং অবিভক্ত এবং চিহ্নিত অংশে নির্মাণ পরিমাণ এরিয়া ১৮২৪ বর্গফুট একতলায় ভবনের সমুদয় একতলা নির্মিত এরিয়া ১০৪১.৬০ বর্গফুট এবং খোলা টেরেস পরিমাণ ৩৭৪৩ বর্গফুট পুরসভা হোল্ডিং নং আরজিএম এএস/১৬/৯৮ ওয়ার্ড নং ৪(বর্তমানে ২৬) রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা পরিচিত ১, কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০৫২ এবং এলআর দাগ নং ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯/১, আরএস খতিয়ান নং ১৫২, মৌজা : মন্ডলগাঁথি, জেএল নং ৬, তৌজি নং ১৭২, থানা : রাজারহাট (পূর্বতন দমদম এয়ারপোর্ট) জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা নিকাশি, দক্ষিণে : শ্রীমতি রেণু সিং এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, বিক্রয়কৃত মেসার্স জয় গোকুল টাওয়ারস প্রা লি দ্বারা, পূর্বে : অংশত দাগ নং ১ এবং ২, মৌজা কৈখালি, পশ্চিমে : জগজিৎ সিং এরর সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৯.১২.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি II, কলকাতা

পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-ই-মহম্মদের যোগ আরামবাগে, এনআইএ হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও আরামবাগে জঙ্গি যোগের অভিযোগ উঠল। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জয়েশ ই মহম্মদের যোগ আরামবাগের মায়াপুরের সানা পাড়ায়। এনআইএ এর আতসকাচে এবার আরামবাগ। আর সেই সূত্রে আরামবাগের মায়াপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সানা পাড়ায় অভিযুক্ত সাবির উদ্দিনের বাড়িতে হানা দেয় এনআইএ। ইতিমধ্যেই আরামবাগের মায়াপুর সানাপাড়ায় হানা দিয়ে এই এলাকার বাসিন্দা সেখ সেখ সাবিরউদ্দিন আলি নামে এক যুবককে কলকাতায় এনআইএ এর দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নোটিস দিয়েছে এনআইএ এর আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এই সংগঠনের সঙ্গে ওই যুবক যুক্ত বলে খোঁজ পেয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ। সেইমতো বৃহস্পতিবার ভোর রাতে এনআইএ এর একটি প্রতিনিধি দল হঠাৎই সাবির উদ্দিনের বাড়িতে হানা দেয়। সেখানে তারা একটি ল্যাপটপ, কিছু টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। পাশাপাশি কলকাতায় হাজিরা দেওয়ারও নোটিস দেওয়া হয়েছে তাদের। সেই নোটিস পেয়েই সাবির উদ্দিন ও তার বাবা সাইফুদ্দিন শুক্রবার সকালেই কলকাতার হাজিরা দিতে চলে যান। যদিও এলাকার বাসিন্দারা বলেছেন, সাবির উদ্দিন বুদ্ধিমান ছেলে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিএড উত্তীর্ণ। ওই ধরনের কাজে সে যুক্ত থাকতে পারে না। দরিদ্র পরিবার। পাকিস্তানের জঙ্গী সংগঠন জয়েশ ই মহম্মদের নেতা শেখ সুলতান সালাউদ্দিন আয়ুবি চলতি বছরের অক্টোবর মাসে দিল্লি থেকে ধরা পড়ে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সাবির উদ্দিনের নাম পাওয়া যায় বলে দাবি এনআইএ এর আধিকারিকদের। আরামবাগের মায়াপুর এলাকা থেকেই এই জঙ্গি সংগঠন নতুন জঙ্গি নিয়োগের কাজ চালাচ্ছিল বলে দাবি। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ভুয়ো প্রোফাইল খুলে দেশবিরোধী কাজে উৎসাহিত করা হচ্ছিল বলে খবর। এদিকে তৃণমূলের আমলে বাংলা জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে বলে দাবি তুলেছে বিজেপি। এদিকে অভিযুক্ত সাবির উদ্দিনের বাড়িতে যাওয়া মাত্র বেশ কিছু মানুষ তেড়ে আসেন সাংবাদিকদের। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় এক বাসিন্দা শেখ আমিরুল ইসলাম বলেন, সাবির আলিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। ভদ্র ছেলে। এই ছেলে কি করে এই সমস্ত কাজে লিপ্ত হল জানি না। সাবির উদ্দিনের মা নাসিমা বেগম বলেন, আমার বাড়িতে ওরা আসে। মাঝ রাতে এসে দরজা খুলতে বলেন। আমরা খুলিনি। দু'ঘণ্টা পর যখন বাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করা হয়, ভাঙার চেষ্টা করা হয়, তখ ন আমি দরজা খুলে দিতে বাধ্য হই। আমার ধান বিক্রির টাকা ছিল, সেই টাকা নিয়ে চলে যায় ওরা। কিছু কাগজ পত্র নিয়ে গেছে। বিজেপির বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের আমলে জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। এন আই এ এখানে হানা দিয়েছে। তৃণমূল নেতা শেখ রফিকুল ইসলাম মল্লিক বলেন, অভিযোগ সত্যি হলে খুবই চিন্তাকর ঘটনা।

জেলায় নাবালিকা প্রসূতির হার বাড়ছে, উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: জেলায় নাবালিকা প্রসূতির হার ক্রমশ বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন। বিষয়টি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে শুক্রবার শালবনির কর্নগড় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অতর্কিতে হানা দেন জেলাশাসক খ ুরশেদ আলি কাদরি। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রবেশ করে প্রথমেই স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি দেখেন। পরীক্ষা করেন রেজিস্টারে থাকা রোগীদের পরিসংখ্যান। রোগীদের মধ্যে নাবালিকা প্রসূতির সংখ্যা কত রয়েছে তা-ও পরীক্ষা করেন দেখে জেলা শাসক স্বাস্থ্যকর্মীদের বলেন, নাবালিকাদের প্রেগনেন্সি সমস্যা বিষয়ে তারা যেন গ্রামবাসীদের অবগত করেন।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, কেশপুর ও খড়গপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতে নাবালিকা বিয়ের প্রবণতা সবথেকে বেশি। যে কারণে এই ধরনের প্রসূতিদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনার পেছনে নাবালিকাদের বিয়ের বিষয়টি সামনে এসেছে। নাবালিকাদের বিয়ের ঘটনা সব থেকে বেশি ঘটছে এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলিতে। তাই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সামনে রেখে নাবালিকাদের বিয়ে আটকানোর চেষ্টা হয়েছে। এরপরেও ফিল্ড স্তরে কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে তা সরেজমিনে খ তিয়ে দেখতেই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিদর্শনে আসেন জেলাশাসক।

তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেন, নাবালিকা প্রস্তুতিদের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ওষুধের মজুত ঠিকমতো রয়েছে কি না। স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে জেলাশাসক জানতে পারেন-জঙ্গলমহলের শালবনি এলাকাতে নাবালিকা প্রসূতির সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। বিভিন্ন ভাবে তাদের বোঝানোর চেষ্টাও চলছে বলে স্বাস্থ্য কর্মীরা জানান। জেলাশাসক পরামর্শ দেন-রূপশ্রী সহ যে সমস্ত সরকারি সুবিধা রয়েছে সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে নাবালিকাদের বোঝানো হোক। নাবালিকা বিয়ে ও প্রসূতি আটকাতে স্বাস্থ্য কর্মীরা সহ সকলকে তৎপর হতে অনুরোধ করেন জেলাশাসক।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনের পর জেলাশাসক পাশের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঢুকে পড়েন।* খ াবারের মান পরীক্ষা করে কর্মীরের সঙ্গে কথা বলার পর একটি রেশন দোকানে যান। রেশনে দেওয়া চালের গুণমান পরীক্ষা করেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে কি কি সুবিধা পাচ্ছেন বা পাচ্ছেন তা জানার চেষ্টা করেন।

জেলা শাসক বলেন, নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।*ইতিবাচক প্রভাবও ফেলেছে। পরিসংখ্যান অনেক কমেছে। মানুষকে সর্বস্তরের মাধ্যমে সচেতন করার কাজ চলছে।

ট্যাব কেলেঙ্কারির পর এবার স্কলারশিপের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ রতুয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ট্যাব কেলেঙ্কারি রেশ কাটতে না কাটতেই এবারে চাঁচল মহকুমার রতুয়া বাটনা জেএম সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের স্কলারশিপের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার প্রায় দেড়শো জন ছাত্রছাত্রীর স্কলারশিপের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে বলে অভিযোগ। যাদের অ্যাকাউন্টে এই টাকাগুলি গিয়েছে, তারা কেউ ওই মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত নন। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক এবং শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার একাংশ পড়ুয়ারা।

সংশ্লিষ্ট সিনিয়র মাদ্রাসা সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত রতুয়ার বাটনা জেএম সিনিয়র মাদ্রাসাটি। ওই মাদ্রাসায় পাঠরত স্নাতকোত্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছিলেন। প্রথমবারের চব্বিশ হাজার টাকা তারা পেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারের টাকা আর ঢোকেনি অ্যাকাউন্টে। প্রায় দেড়শো জন ছাত্রছাত্রীর দ্বিতীয়বারের টাকা ঢুকে গেছে অন্য অ্যাকাউন্টে। যাদের অ্যাকাউন্টে এই টাকা গিয়েছছ তারা কেউ মাদ্রাসার পড়ুয়া নন। এভাবে স্কলারশিপের লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ হয়েছে। অভিযোগের তীর ওই মাদ্রাসার স্কলারশিপের ফর্ম ফিলাপের দায়িত্বে থাকা কম্পিউটার শিক্ষক ইনজামামুল হকের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে প্রথমে তারা প্রশাসনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছেন।

বর্তমান টিআইসি গোলাম রসুল তাদের প্রতিশ্রুতি দেন পরবর্তীতে তারা টাকা পাবেন। কিন্তু পড়ুয়াদের বক্তব্য, আগামী শিক্ষাবর্ষে তাদের স্নাতকোত্তর সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কিভাবে তারা স্কলারশিপের টাকা পাবেন। সমগ্র ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্যের দাবিতে তারা ব্লক প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এমনকী যে অ্যাকাউন্টে তাদের টাকা গেছে সেই ভুয়ো প্রাপকদের তালিকা প্রশাসনকে তারা জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা কোনও সদুত্তর পাননি।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওই স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষক ইনজামামুল হক জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৭ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে বারাসাত বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: শীত জাঁকিয়ে পড়তেই বারাসাত পুরসভার উদ্যোগে আগামী ১৭ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে বারাসাত বইমেলা ২০২৪। চলবে আগামী ২৩ তারিখ পর্যন্ত। বারাসাত প্যারীচরণ সরকার সরকারি বিদ্যালয়ের মাঠে আগামী ৭ দিনের এই বই মেলায় থাকবে ৭২টি স্টল। নানান নামী দামি পাবলিশার্সরা এখানে স্টল দেবেন। সেই লক্ষ্যেই শুক্রবার বই মেলার মাঠে লটারি করে স্টল বিতবণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, পুরপিতা অরুণ ভৌমিক, চম্পক দাস, সৌমেন আচার্য, ডাঃ সুমিত কুমার সাহা, ডাঃ বিবর্তন সাহা, জয়ন্ত ঘোষ সহ সকল পুর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অশনি মুখার্জি জানান, প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকবে মেলা প্রাঙ্গণ। স্থানীয় স্কুল, কলেজ, বারাসাতের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে প্রতিদিনই চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ধর্ষণের হুমকি চিঠি দুষ্কৃতীদের, মাঝরাতেই থানায় আতঙ্কিত পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: পাঁচ দিনের মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হবে, রাতের অন্ধকারে বাড়ির দরজায় অশ্লীল লেখা হুমকি চিঠি লাগিয়ে দিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। ভয়ে - আতঙ্কে রাতেই থানার দ্বারস্থ হলেন বাড়ির গৃহবধূ সহ পরিবারের সদস্যরা। চিঠির শেষে এক ব্যক্তির নাম প্রকাশ করে লেখা আছে বাংলাদেশ ঘটনার তদন্তে হাবড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটে হাবড়া থানার আক্রমপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক রাত সাড়ে নটা নাগাদ ঘরের দরজা খুলতেই পরিবারের সদস্যারা দেখতে পান একটি মদের বোতল এবং ঘরের দরজায় হাতে লেখা একটা কাগজ লাগানো। একদম প্রথমেই বড় করে লেখা রয়েছে সাবধান, আমরা হলাম ধর্ষক। এর পরেই অশ্লীল লেখা হুমকির সুরে লেখা হয়েছে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তোকে তুলে নিয়ে গিয়ে ১৫ জন মিলে ধর্ষণ করে আবার বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে যাব। এছাড়াও এই হুমকি চিঠির বেশ কয়েকটা জায়গায় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেছেন দুষ্কৃতীরা। চিঠির একদম শেষে গিয়ে এক ব্যক্তির নাম প্রকাশ করে লেখা আছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতেই হাবড়া থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বাড়ির গৃহবধূ সহ পরিবারের সদস্যরা। ঠিক কি কারণে এই হুমকি চিঠি? কে বা কারা লিখেছে? কেনই বা বাংলাদেশ কথাটা উল্লেখ করা হল সব মিলিয়ে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাবড়া থানার পুলিশ।

রানিগঞ্জে পুকুর ভরাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের হালদার বাঁধ পুকুর ভরাট করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার হালদার বাঁধ এলাকারই চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

জানা গিয়েছে, রানিগঞ্জ থানায় আসানসোল কর্পোরেশনের দুই নম্বর বরো দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি পুকুর ভরাটের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে কলা পুকুর ও এই হালদার বাঁধ পুকুরের আশপাশের অংশে বাড়ির ভাঙাচোরা অংশের সামগ্রী ফেলে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে এই অভিযোগ রানিগঞ্জ থানায় করা হয়। আর এই অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুলিশ প্রশাসন তৎপর হয়ে পুকুরের আশপাশে কারা বাড়ি ভাঙা সামগ্রী জড়ো করছে সেই তথ্য সংগ্রহ করে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ।

ধৃতদের শুক্রবার আসানসোল জেলা আদালতে হাজির করেন। উল্লেখ্য রানিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অংশে পুকুর ভরাটের ঘটনা এই প্রথম নয় এর আগেও বেশ কয়েক দফায় বেশ কয়েকটি অংশে পুকুর ভরাটের বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছে। সে সময়ও বেশ কিছু পুকুর ভরাট করা হলেও সেখানে পুর প্রশাসন তৎপর হয়ে ওই পুকুরগুলিকে ভরাটের প্রক্রিয়া বন্ধ করেছে। তবে কোথাও কোথাও পুকুর ভরাটের বিষয় লক্ষ্য করা গেলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে সেখানে পুকুর ছিল কি ছিল না এ সকল বিভিন্ন তথ্য সঠিক না থাকায় রেয়াত পেয়ে যাচ্ছেন অনেক অসাধু জমি কারবারি।

এখন দেখার এই অংশে পুকুর ভরাটের এই প্রক্রিয়া আদৌ চলছিল কিনা আর অন্য সব পুকুর ভরাট যে সকল অংশে হয়েছে বলে বারংবার অভিযোগ উঠেছে সেই সকল এলাকায় পুকুর ভরাট বন্ধ করতে কতটা উদ্যোগ গ্রহণ করে পৌর প্রশাসন। যদিও রানিগঞ্জের বরো দপ্তরের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল শাহজাদা জানিয়েছেন যখন ঐ অংশে পুকুর ভরাটের অভিযোগ পাওয়া যায় তখনই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমরা কোন মতেই জলা জমি ভরাট হতে দেব না অভিযোগ আসলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেই দাবি করেন তিনি। এখন দেখার রানিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অংশে পুকুর ভরাটের যে সকল অভিযোগ এসেছে তা খতিয়ে দেখে কতটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রশাসন।

২৪তম উত্তরপাড়া বইমেলা জমে উঠেছে

বনস্পতি দে ● হুগলি

২৪তম উত্তরপাড়া বই মেলা জমে উঠেছে। এই বইমেলা প্রথম শুরু হয় ২০০১ সালে তারপর থেকে উত্তরপাড়ার মনমোহন উদ্যানে এই বইমেলা প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসে হয়ে থাকে। উত্তরপাড়া বইমেলা ৮ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বইমেলার প্রথম দিন উদ্বোধন করেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলারস গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চ্যাটার্জি ও সাহিত্যিক হিমাদ্রি শেখর।

এবার এই মেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে ৮৮টি বুক স্টল আছে আছে লিটল ম্যাগাজিনের স্টল বেশ কিছু নামি প্রকাশকরা আছেন বইপ্রেমীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। আট থেকে ৮০ সবাই আসছেন বইমেলাতে মেলা প্রাঙ্গণ সুন্দর আলোকমালা সেজে উঠেছে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বইমেলায় এসে ভিড় জমাচ্ছে ঘুরে ঘুরে বই দেখছে তারা আবার বই কেনাকাটা করছে। উত্তরপাড়া বইমেলা পরিচালনায় উত্তরপাড়ার সমন্বয় বইমেলার দিনগুলি সন্ধ্যা থেকে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হচ্ছে উপস্থিত থাকছেন সংগীত শিল্পী রায়।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সৈকত মিত্র উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী নিপবিথী। সমন্বয়ের সম্পাদক দিলীপ যাদব জানালেন, 'সেই ২০০১ সাল থেকে বইমেলা চলছে, সবাই আসছেন বই কিনছেন এইসঙ্গে সবাইকে বলব মেলায় আসুন। বই কিনুন মেলায় যাঁরা আসছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাই। মেলায় ভালোই বই বিক্রি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের ও যুবযুবাদের বইয়ের ওপর ভালোই আকর্ষণ আছে। আমি বইমেলায় আসতে সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছি আসুন মেলা দেখুন বই কিনুন বই পড়লে বিশদ ভাবে সবকিছু জানা যায়।' বইমেলায় উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনে পুরসভার কাউন্সিলররা ও অতিথি বৃন্দ।

বারাসাতে পুলিশ আক্রান্ত, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আবারও আক্রান্ত পুলিশ। এবার বারাসাত। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বারাসাত ন'পাড়া সংলগ্ন আমতলা এলাকায়। অন-ডিউটি পুলিশকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে দীপায়ন সরকার নামে বছর ২৮ এর ওই যুবককে। শুক্রবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাড়িতে ছেলে অত্যাচার চালাচ্ছে এমনটা জানিয়ে বারাসাত থানায় ফোন করে দীপায়নের মা বাবা। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি বারাসাত থানা থেকে কর্তব্যরত অফিসার দুধকুমার হালদার সহ আরও পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এলাকায় গিয়ে দেখা যায় হাতে দাঁ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীপায়ন সরকার। বারাসাত থানার কর্তব্যরত অফিসার দুধকুমারবাবু তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই প্রথমেই দাঁ দিয়ে পুলিশ আধিকারিকের মাথায় আঘাত করে দীপায়ন। তারপরই আরেকটি কোপ মারে তার বুকে। বুক পকেটে মোবাইল ফোন থাকার প্রাণে বেঁচে যায় তিনি। কিন্তু মাথায় আঘাত এতটাই হয় যে ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে

যাওয়া হয় বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় বারাসাতেরই একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ওই অফিসারকে স্থানান্তরিত করা হয়। আপতত সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। এই ঘটনায় রাতেই ওই দীপায়ন সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে বারাসাত থানার পুলিশ।

সুন্দরবনবাসীর জন্য বসছে এক্স-রে মেশিন

সুমন তালুকদার

সন্দেশখালি: সুন্দরবনবাসীর কষ্ট লাঘব হতে চলেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে বসতে চলেছে এক্স-রে মেশিন। ফলে এবার থেকে সুন্দরবনের মানুষদের ভাঙ হাত-পা নিয়ে আর দুই-তিনটি নদী পার হয়ে বসিরহাট শহরে এসে এক্স-রে করানোর দিন শেষ হতে চলেছে। আগামী ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি। সুন্দরবনবাসীদের দাবি, এতদিনে তাদের অমানুষিক যন্ত্রণার দিন শেষ হতে চলেছে। তারা জানিয়েছেন, রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই গ্রামের প্রান্তিক মানুষের এই দুর্বিষহ কষ্টের কথা বোঝেন। তাই প্রত্যন্তর গ্রামেও এই উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার পৌঁছে দিচ্ছেন। নদীমাতৃক সুন্দরবনের ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমির নিয়ে বসবাস সেখানকার মানুষের। জীবন সেখানে বড় কঠিন। সঙ্গে প্রাকৃতিক

দুর্যোগ। বাম জমানায় সুন্দরবনের মানুষজনের জন্য তেমন কোনও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ছিল না। প্রান্তিক এলাকা বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকার দিকে বাড়তি নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই লক্ষ্যেই জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে আসছে। এতদিন রোগীদের এক্স-রে সংক্রান্ত কোনও বিষয় থাকলে নদী পেরিয়ে বসিরহাট শহরে আসতে হত। এবার সেই যন্ত্রণা লাঘব হতে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি জানান, সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে একটি নতুন এক্স-রে মেশিন বসানো হয়েছে এবং একজন টেকনিশিয়ানকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে হাসপাতালটিকে আরও উন্নত করা হবে।

শুক্রবার ফুরফুরা শরিফের খানকাহ দারুস সালামে তালিমের মাহফিল ও জিকিরের মজলিস পরিচালনা করছেন ফুরফুরা শরিফের পীর আল্লামা শায়খ মিশকাত সিদ্দিকি সাহেব।

হাওড়ায় জোরালো হল জয় বিদ্যাসাগর স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: 'জয় বাংলা' নয় 'জয় বিদ্যাসাগর'-এর দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে এ রাজ্যে। আর সেই দাবি নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আন্দোলনে নেমেছে বিদ্যাসাগর প্রেমীরা। শুক্রবার এমন দাবি নিয়ে হাওড়ার আমতার সোনামুই গ্রামের একটি গার্লস স্কুলের পঞ্চাশ ছাত্রী পৌঁছে গিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভিটেতে। এদিন তাদের সাদরে বরণ করেন বিদ্যাসাগরের উত্তর পুরুষ অমিতাভ বন্দোপাধ্যায়। এদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বন্দনা পাঁজা সহ ছাত্রীদের অভিনন্দন জানান। এছাড়া সাহিত্যিক রাজীব শ্রাবণ, উমাশঙ্কর নিয়োগীকে বর্ণপরিচয় সম্মান দেওয়া হল। প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী রায় চৌধুরীর বক্তব্য সকলের নজর কাড়ে। মন্ত্রী জানান, 'নারীদের শিক্ষা, বাল্যবিবাহ নিয়ে তিনিই পথ দেখিয়েছেন।' এদিন হাওড়ার সোনামুই গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা দাবি তুলল 'জয় বিদ্যাসাগর' স্লোগানের।

নারী পাচার ও বাল্য বিবাহ রোধে গোপীবল্লভপুরে গণ বিবাহ অনুষ্ঠানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় নারী পাচার এবং বাল্য বিবাহ রুখতে দীর্ঘ ১৭ বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল গোপীবল্লভপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ত্রিবেণী যুব জনকল্যাণ অর্গানাইজেশন'। প্রতি বছরের মতো ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে সংগঠনের উদ্যোগে শ্রী পাট গোপীবল্লভপুরের রসিকানন্দ ময়দানে মহা সমারোহের সঙ্গে বসল গণবিবাহের আসর। গোপীল্লভপুরে ত্রিবেণী যুব জনকল্যাণ অর্গানাইজেশনের কর্মকর্তা তাদের এবছরের আয়োজনে মোট ১৫ জোড়া পাত্র পাত্রীর বিয়ে দিলেন। ১৭ বছরের এই কর্মযজ্ঞে মোট ২৪৮৭ জন পাত্রীর বিয়ে দিয়ে একপ্রকার নজির গড়লেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার রাতে ত্রিবেণী যুব জনকল্যান অর্গানাইজেশন এর ১৭ তম বর্ষের গণ বিবাহ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন শ্রী পাট গোপীবল্লভপুরের মহন্ত কৃষ্ণকেশবানন্দ দেবগোস্বামী। এছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদ প্রমুখ। জানা

গেছে ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকা গোপীবল্লভপুরের বুকে নারী পাচার ও বাল্য বিবাহ রুখতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ত্রিবেণী যুব জনকল্যাণ অর্গানাইজেশন এর এই মহতী উদ্যোগে সামিল হন শ্রী পাটগোপীবল্লভপুরের অগণিত সাধারণ মানুষ।

মিড ডে মিলে নলেন গুড়-সুগন্ধি চালের পায়েস, পিঠে-পুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মিড-ডে মিলের খাবারে সাপ কিংবা টিকটিকি বা ইদুর,আরশোলার উপস্থিতি মিললেই অশান্তি চরমে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তবে এই বঙ্গেরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মিড-ডে মিলের মেনুতে চমকও যে থাকে সেটা হয়তো অনেকেরই আজানা। সেটাই ধরা পড়ল পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের জয়রামপুর ত্রিপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ডাল আর ভাত নয়, এই বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের মেনুতে একদিনের জন্য ছিল নলেন গুড় ও সুগন্ধি চাল দিয়ে তৈরি পায়েস, পিঠে-পুলি সহ জিভে জল আনা পনেরো রকমের খাবার। যার স্বাদ গ্রহণ করে বেজায় তৃপ্ত হয় খুদে পড়ুয়ারা। শুধু তৃপ্ত হওয়াই নয়, খাবার খেতে খেতে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে গ্রামবাংলার 'নবান্ন পার্বণের' তাৎপর্যের কথা শুনেও মোহিত হয় পড়ুয়ারা।

রাজ্যের শস্যগোলা হিসাবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলা। কৃষি নির্ভর এই জেলার অন্যতম পার্বণ নবান্ন। আমন ধান জমি থেকে ঘরে তোলার পর সেই ধান থেকে তৈরি চাল দিয়ে তৈরি অন্ন দেবতা কে প্রথম নিবেদন করেন এই জেলার প্রতিটি কৃষিজীবী পরিবার।এই রীতিকে আঁকড়েই এরপর

শুরু হয়ে যায় 'নবান্ন পার্বণ'। কিন্তু কৃষিক্ষেত্র থেকে শুরু করে সমাজ জীবন, সবেতে প্রযুক্তির নির্ভরতা বেড়ে চলায় 'নবান্ন পার্বণের' তাৎপর্য এখন বিপন্ন হতে বসেছে। যদিও 'নবান্ন পার্বণের' তাৎপর্য কখনই ভোলার নয়। সেটা মাথায় রেখেই খুদে পড়ুয়াদের 'নবান্ন পার্বণের' তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবগত করতে বিদ্যালয়ে নবান্ন পার্বণ আয়োজনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন মন্তেশ্বরের জয়রামপুর ত্রিপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

সেইমতো ঠিক হয় বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের খাবারেই থাকবে নবান্নের মেনু। সেই মেনু অনুযায়ী, এদিন বিদ্যালয়ের মিড- ডে মিলের রান্না ঘরে হরেক রকম ফল সহযোগে বানিয়ে ফেলা হয় নতুন সুস্বাদু চাল মাখা। এছাড়াও বানানো হয় নলেন গুড়ের পায়েস, গুড়পিঠে, কলাই ডালের বড়া, ভাত, পনির, ফুলকপির তরকারি ও নানা রকমের ভাজাভুজি সহ শেষ পাতে পড়ুয়াদের দেওয়া হয় রসগোল্লা ও চাটনি।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীপর্ণা চট্টোপাধ্যায় এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় সহ অন্য শিক্ষকরা নিজের হাতে পড়ুয়াডের সেইসব খাবার পরিবেশন করেন। আঙুল চেটেপুটে এতরকম খাবার খেয়ে খুদে পড়ুয়ারা বেজায় তৃপ্ত হয়। তা দেখে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং প্রধান শিক্ষক দু'জনেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

প্রধান শিক্ষক মধূসূদন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের স্কুলে গরিব, দিনমজুর পরিবারের ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা করে। অভাব অনটনের কারণে পড়ুয়াদের পরিবার বাড়িতে 'নবান্ন' অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হয় না। তাই ওই পড়ুয়াদের কাছে তাৎপর্য হারাচ্ছিল 'নবান্ন পার্বণ'। সেকথা মাথায় রেখে স্কুলেই পড়ুয়াদের বাংলার নবান্ন পার্বণের সঙ্গে পরিচয় করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার জন্য মিড -ডে মিলকেই বেছে নেওয়া হয়। এদিন মিড-ডে মিলে নতুন ধানের চালের পায়েস থেকে শুরু করে হরেক পদের বাঙালিআনা খাবার রান্না করা হয়। মিড-ডে মিলে সেই খাবার খেয়ে পড়ুয়ারা খবই তৃপ্ত হয়েছে।' একই সঙ্গে তারা নবান্ন পার্বণের সঙ্গেও পরিচিত হল বলে প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীপর্ণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, পড়ুয়াদের বাংলার 'নবান্ন পার্বণের' তাৎপর্য বোঝাতে জয়রামপুর ত্রিপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগ সত্যিই অভিনব। খুবই শিক্ষনীয় একটি বিষয়। পড়ুয়াদের আনন্দদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষকরা যে ভাবে 'নবান্ন' পার্বণকে' তুলে ধরেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

আইপিএলের ৯১ দিন আগে স্বস্তিতে কেকেআর, হার্দিকদের বিরুদ্ধে ৫৬ বলে ৯৮ নেতৃত্বের দৌড়ে থাকা রাহানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাদা বলের ক্রিকেটে জাতীয় নির্বাচকেরা রাহানেকে অনেক দিন আগেই বাতিল করে দিয়েছেন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর দেশের হয়ে আর সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাননি ৩৬ বছরের ব্যাটার। সেই রাহানের ব্যাটই ২০ ওভারের ক্রিকেটে বড় ভরসা হয়ে উঠেছে মুম্বইয়ের। শুক্রবার বরোদার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মাত্র ২ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হল তাঁর।

মুম্বইয়ের ইনিংস শুরু করতে নেমে প্রথম থেকেই আগ্রাসী ছিলেন রাহানে। ৫৬ বলে করলেন ৯৮ রান। তাঁর ব্যাট থেকে এল ১১টি চার এবং ৫টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ১৭৫। পৃথ্বী শয়ের (৮) ব্যর্থতার প্রভাব পড়তে দেননি দলের ইনিংসে। তাঁকে সঙ্গ দেন মুম্বইয়ের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। তিনি ৩০ বলে ৪৬ রান করেন ৪টি চার এবং ৩টি ছয়ের সাহায্যে। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁদের জুটিতে ওঠে ৮৮ রান। রাহানে আউট হন দলীয় ১৫৮ রানের মাথায়। তত ক্ষণে বরোদার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। জয়ের জন্য মুম্বইয়ের দরকার ছিল ১৯ বলে ১ রান। তবে আবার ব্যর্থ হলেন ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (১)। তাতে কোনও সমস্যা হয়নি। ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় মুম্বই। রাহানেরা চলে গেলেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালে।

রাহানে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদর্ভের বিরুদ্ধেও দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে দিন ১০টি চার এবং ৩টি ছয়ের সাহায্যে ৪৫ বলে করেন ৮৫ রান। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৮৬.৬৬। উল্লেখ্য, আইপিএলের নিলামে শেষ দিকে রাহানেকে কিনেছিল কেকেআর। ৯১ দিন পর শুরু হবে ২০২৫ সালের আইপিএল। স্বাভাবিক ভাবেই রাহানকে নিয়ে উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রাখেননি কেকেআর কর্তৃপক্ষ। তাঁরা সমাজমাধ্যমে রাহানের ছবি দিয়ে লিখেছেন, "রাহানের দিনলিপি। খাও, ঘুমাও, বড় রান কর। আবার একই কাজ কর।" আগামী আইপিএলে কেকেআরকে নেতৃত্ব দেওয়ার দৌড়েও আছেন রাহানে।

এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৫৮ রান করে ক্রুণাল পাণ্ড্যর দল। শাশ্বত রাওয়াত (২৯ বলে ৩৩), ক্রুণাল (২৪ বলে ৩০), শিবালিক শর্মা (২৪ বলে অপরাজিত ৩৬) এবং অতীত শেঠ (১৪ বলে ২২) কেউ ২২ গজে দাঁড়াতে পারেননি। হার্দিক পাণ্ড্য করেন (৫)।

টাটা স্টিল ম্যারাথনে কলকাতায় ভারতীয় এলিট অ্যাথলিটদের সাংবাদিক সম্মেলনে বাঁদিক থেকে ৫০০০ মিটার এবং ১০০০০ মিটার জাতীয় রেকর্ডধারী গুলবীর সিং, টাটা স্টিল ২৫কে-তে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সওন বরওয়াল, এছাড়াও রয়েছেন ২০২৪ সালের ভি.ডি.এইচ.এম. প্রতিযোগিতায় সোনা জয়ী লিলি দাস, ২০২৪ সালের টিসিএস ওয়ার্ল্ড ১০ কিমি বেঙ্গালুরুতে সোনার পদক জয়ী সঞ্জীবনী যাদব, ২০২২ এ টাটা স্টিল ম্যারাথনে ২৫কে তে চ্যাম্পিয়ন অভিষেক পাল। আগামী ১৫ ডিসেম্বর রেড রোডে অনুষ্ঠিত হবে টাটা স্টিল কলকাতা ম্যারাথন।

সচিন তেন্ডুলকরের স্বপ্নপূরণ করতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই লড়াই করেছিলেন যুবি-গোতি-ধোনিরা। ২০১১ সালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ হাতে তুলে স্বপ্নপূরণ করেছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। এখন সবাই আন্তর্জাতিক খেলার মাঠ ছেড়েছেন। কিন্তু বন্ধুত্ব অটুট। যুবির জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে তাই নস্ট্যালজিক হলেন সচিন তেন্ডুলকর। সোশ্যাল মিডিয়ায় সচিন লিখেছেন, 'যুবি, তুমি সবসময় এমন একজন বন্ধু যে মাঠে এবং মাঠের বাইরে আমাকে আনন্দ দিয়েছো। জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তোমার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অবিস্মরণীয় অনেক মুহূর্ত।'

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সংসদে প্রথম ভাষণে হাথরস-উন্নাও নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: সংসদে প্রথমবার ভাষণ দিলেন সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। নিজের প্রথম ভাষণেই মোদি সরকারকে তোপ দেগে তিনি বললেন, গত ১০ বছরে সংবিধানের রক্ষাকবচ দুর্বল হয়েছে। ওয়েনাড়ের সাংসদের মতে, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে যদি এনডিএ আরও বেশি আসন পেত তাহলে পালটে যেত সংবিধান। সেই সঙ্গে মোদি সরকারকে প্রিয়াঙ্কার বার্তা, নেহরুকে কটাক্ষ করা ছাড়া এনডিএ আর কী করেছে সেটা জানানো হোক।

ভারতীয় সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এদিন লোকসভায় বিশেষ অধিবেশন ছিল। সেখানে প্রথম বক্তব্য রাখেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। নাম না করে রাহুল গান্ধিকে তোপ দেগে রাজনাথ বলেন, 'কয়েকজন শুধু সংবিধান পকেটে নিয়ে ঘোরে। বিদেশের মাটিতে বসে ভারতকে অপমান করে। কিন্তু আমরা সংবিধানের কাছে মাথা নত করি।'

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ভাষণ শেষ হওয়ার পরেই বক্তব্য রাখতে শুরু করেন প্রিয়াঙ্কা। গৌতম আদানি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতিসক্রিয়তা থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচারে সংবিধান বদলের হুমকি - সমস্ত ইস্যুতেই মোদি সরকারকে তুলোধোনা করেছেন তিনি। নিজের প্রথম ভাষণে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'গত ১০ বছরে এনডিএ সরকারের আমলে সংবিধানের রক্ষাকবচ অনেকখানি দুর্বল হয়েছে। যদি এবারের নির্বাচনে এনডিএ আরও বেশি আসন পেত তাহলে নিশ্চয়ই বদলে দিত ভারতের সংবিধান।'

সংবিধান সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিলেও প্রিয়াঙ্কার কথায় উঠে আসে আদানি ইস্যু। ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদের তোপ, ১৪২ কোটি মানুষকে ঠকিয়ে একজনকে সুবিধা দিয়েছে সরকার। প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, ভুয়ো মামলা দায়ের করে বিরোধী নেতাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা চলছে মোদি সরকারের আমলে। সাংসদ হিসাবে লোকসভায় প্রথম ভাষণ দিতে গিয়ে ২০১৭ সালের উন্নাও ধর্ষণ এবং ২০২০ সালের হাথরসের গণধর্ষণের কথাও বলেন। মসজিদে সমীক্ষা ঘিরে সম্ভলে যেভাবে অশান্তি ছড়িয়েছে, তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, সেই নিয়েও সরব হন প্রিয়াঙ্কা।

প্রথমবার সংসদে ভাষণ দিচ্ছেন কন্যা। গর্বের সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে লোকসভার গ্যালারিতে হাজির ছিলেন সোনিয়া গান্ধী। বোনের ভাষণ শেষ হতে এগিয়ে এসে শুভেচ্ছা জানান রাহুল গান্ধীও। ওয়ানড় সাংসদের মন্তব্যের বিরোধিতা করলেও তাঁর কথা মন দিয়ে শুনতে দেখা যায় বিজেপি সাংসদদের।

ফেবি ডট এআই-এর নতুন প্রধান আশু গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: ফেবি ডট এআই-এর চিফ টেকনিক্যাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন আশু গোয়েল। ভারতের এই ফিনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফার্মটির তরফে এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সংস্থার সফটওয়্যার টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্টের প্রধান হিসেবে কাজ করবেন আশু। ফেবি ডট এই-এ যোগ দেওয়ার আগে গ্লোবাল অর্গানাইজেশন ও ইন্ডাস্ট্রিতে ১৮ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে আশু গোয়েলের। যার মধ্যে ১১ বছর সিঙ্গাপুরের জেপি মরগান ও ৮ বছর জেনপ্যাক্ট, আইবিএম ও গ্লোবাল লজিকে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

বিশ্বের প্রভাবশালী মহিলাদের তালিকায় ২৮ নম্বরে অর্থমন্ত্রী নির্মলা, জায়গা হারালেন মুজিবকন্যা হাসিনা

ওয়াশিংটন, ১৩ ডিসেম্বর: বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী মহিলাদের তালিকায় জায়গা করে নিলেন ভারতের তিনজন। সদ্য প্রকাশিত ফোর্বস তালিকায় দেখা যাচ্ছে, প্রথম ১০০তে রয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এছাড়াও রোশনি নাদার মালহোত্রা এবং কিরণ মজুমদার-শ রয়েছেন মার্কিন অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকার প্রভাবশালী নারীর তালিকায়।

প্রত্যেক বছরেই ১০০ জন প্রভাবশালী নারীদের তালিকা প্রকাশ করে ফোর্বস। চলতি বছরের তালিকায় শীর্ষে আছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েন। টানা দুবছর বিশ্বের প্রভাবশালী মহিলাদের তালিকায় শীর্ষস্থান পেলেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে

ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্দে। তৃতীয় স্থানে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। উল্লেখ্য, গত দুবছর এই তালিকায় জায়গা পেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু চলতি বছরের বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ সরকার পতনের পরে আর প্রভাবশালী মহিলাদের তালিকায় নেই মুজিবকন্যার নাম।

তালিকায় ২৮ নম্বরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ২০১৯ সালে প্রথম মহিলা হিসাবে পূর্ণ সময়ের জন্য ভারতের অর্থমন্ত্রী হন তিনি। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পরেও নিজের পদ ধরে রেখেছেন নির্মলা। তাঁর সময়কালেই বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে ভারত। আগামী তিন বছরের মধ্যে ভারতের অর্থনীতিকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নিয়েছেন নির্মলা। অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিল বিখ্যাত পত্রিকা।

ফোর্বসের তালিকায় ৮১ এবং ৮২ নম্বরে রয়েছেন রোশনি নাদার মালহোত্রা এবং কিরণ মজুমদার শ। মাত্র ৪৩ বছর বয়সি রোশনি এইচসিএল টেকনোলজির চেয়ারপার্সন পদে রয়েছেন। প্রযুক্তির দুনিয়ায় যথেষ্ট জনপ্রিয় নাম রোশনি। অন্যদিকে, ব্যবসায়ী কিরণ বহুদিন ধরেই ধনীতম ভারতীয়দের তালিকায় থেকেছেন। চলতি বছরের ধনীতম ভারতীয়দের মধ্যে ৯১ নম্বরে রয়েছেন তিনি। এবার জায়গা করে নিলেন ফোর্বসের প্রভাবশালী মহিলাদের তালিকাতেও।

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI
DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following. 1) NIeT NO:- **09/BANNYESWAR GP/15th CFC/UN TIED/2024-25, DATE:-12.12..2024.** The last date for online submission of all tender is **21.12.2024 up to 14:00 hours.** For details please visit web site **http://wbtenders. gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

NIT No.SFDC/MD/NIT -15(e)/2024-25
SFDC Ltd. Invites 1 (one) no. tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work 'Construction of Pathway with protection work near Bhuri Bhoj at Nalban Food Park'. Last date of (online) bid submission on **28/12/2024 upto 4.00p.m.** and date of opening technical bid on **30/12/2024 at 4.00 pm** respectively.For details please visit our website **-www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in**

ABRIDGED NIT
On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of **Rs.187204/-** (Excl.GST & Cess). vide **NIT No. 21/611/SBMG/NIT/HGP/24, dt.-14.12.2024.** The last Date of submission of Bids is **21.12.2024 up to 2.00 p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office.
Sd/- Pradhan, Herambagopalpur GP.

e-Tender Notice
e-TENDER invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: CHOW-II/644/24. Dated: 09/12/2024. Last date of Bid submission: 23/12/2024. Technical Bid open: 26/12/2024.
For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in** or contact to the G.P Office.
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat
Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-10 of 2024-25 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for supply and delivery the following items (uniform for nirmal bandhus, uniform for nirmal bandhus & uniform for nirmal sathis) at basirhat municipality. **e-Tender Start Date: 14.12.2024 at 9:00 Hrs. Closing Date: 21.12.2024 at 9:00 a.m.**
For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-07 of 2024-25 (2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Laying of additional distribution pipeline (HDPE) of class PE 100 and PN 6 with Permanent road restoration within Zone-C, Basirhat Municipality under AMRUT Ph-II. **e-Tender Start Date: 14.12.2024 at 9:00 Hrs. Closing Date: 28.12.2024 upto 9:00 Hrs.**
For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI
DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following. 1) **NIeT NO:- 10/BANNYESWAR GP/15th CFC/UN TIED/2024-25, DATE:-12.12.2024.** The last date for online submission of all tender is **21.12.2024 up to 14:00hours.** For details please visit web site **http://wbtenders. gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 11/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 1 nos Civil 1 work. Bid Submission **start- 13/12/2024, Ends–21/12/2024.** For more details Please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

NOTICE
e-tender are invited for execution of different scheme under Beko, Arkusa & Dalkisor Watershed, Kashipur, Purulia of vide NIT reference no. **NIT no- 02/PMKSY-WDC 2.0/05/NRM/24-25/KSP, Dated: 06-12-2024** in the district Purulia. For details please visit **https://wbtenders.gov.in, https://purulia.gov.in.** Last Date for submitting online bid 24th December, **2024 06:00 PM.**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture, Kashipur Block & PIA, Beko, Arkusa & Dalkisor WS

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
3rd call 1st Corrigendum notice
N.I.E. EQ. No. 75/WS/AMRUT2.0/AMC/2023-24 dt. 06.03.24 (3rd call) Bid Submission period: 07.01.25 instead of 30.12.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
SE,
Asansol Municipal Corporation

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(3) WBMAD/ULB/Bolpur/ AMRUT2.0/ e-NIT- 32/2024-25
Memo No. 2820/PWD/BM/2024-25
Dated : 12.12.2024
Name of the Work : - (i) 5 (Five Nos.) Permanent Road Restoration Works for Concrete Road Works for Laying of Rising Main & Distribution Pipe Line for Zone I to V (ii) 5 (Five Nos.) Permanent Road Restoration Works for Bituminous Works for Laying of Rising Main & Distribution Pipe Line for Zone I to V within Bolpur Municipality Birbhum. Last Date of Submission 07.01.2025.
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/447/24-25/ 2nd Call Dated 13.12.2024	Construction Of Proposed C.c. Road, Surface Drain ,slab Over Surface Drain & Eucalyptus Pilling From Kanu House To Kashem, Mondal House At Dakshin Kumrakhali, Ward No.-27 Under Rajpur – Sonarpur Municipality.	Rs.9,12,280.00

Bid Submission end date: **23.12.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE
PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK
MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742121
The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **7/PGP/SBM(G)/2024-25 (Tender ID: 2024_ZPHD_784758_1** to 11) for Construction of Community Modified leachpit under LWM Bid submission start date (online) **14/12/2024 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **20/12/2024upto 3-50 p.m.** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**
Sd/- Prodhan
Patikabari Gram Panchayat
Nowda, Murshidabad

OFFICE OF THE
PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK
MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742121
The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **8/PGP/5th SFC/2024-25** (Tender **ID: 2024_ZPHD_784890_1 to** 2) for Construction of New Market near Trikon Park Bid submission start date (online) **14/12/2024 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **20/12/2024upto 1-50 p.m** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**
Sd/- Prodhan
Patikabari Gram Panchayat
Nowda, Murshidabad

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
PATHARPRATIMA PANCHAYAT SAMITI
Vill-Shibnagar,P.O.-Banashyamnagar,P.S.-Patharpratima, South 24 Parganas, 743337
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender ID No. 2024_ZPHD_782626_1, 2024_ZPHD_782626_2, 2024_ZPHD_ 782626_3, 2024_ZPHD_782626_4, 2024_ZPHD_782626_5, 2024_ ZPHD_782626_6, 2024_ZPHD_782626_7, 2024_ZPHD_782626_8, 2024_ZPHD_782626_9, 2024_ZPHD_782626_10, 2024_ZPHD_ 782626_11, 2024_ZPHD_782626_12, 2024_ZPHD_782626_13 all are Last date of tender dropping 18-12-2024 up to 11.00 A.M. and opening date of the tenders **20-12-2024 at 11.00 A.M.**
For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Banashyamnagar Gram Panchayat
Shibnagar, Banashyamnagar, South 24 Parganas

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/BM/PW/ Development Fund/NIQ- 13/2024-25
Memo No. 2718/PWD/BM/2024-25
Dated: 04.12.2024
Name of the Work- (i) Supply at site 2000numbers of HDPE Plastic Green and Blue coloured Household Bins of 10 Litter capacity (ii) Supply at site 800 numbers of HDPE Plastic Green and Blue coloured Household Bins of 40 Litter capacity under Bolpur Municipality.
(2) WBMAD/ULB/BM/PW/ Development Fund/NIQ- 14/2024-25
Memo No. 2718/PWD/BM/2024-25
Dated: 04.12.2024
Name of the Work- (i) Supply at site 520numbers of HDPE Plastic Green and Blue coloured Household Bins of 100 Litter capacity (ii) Supply at site 80 numbers of HDPE Plastic Green and Blue coloured Household Bins of 200 Litter capacity. Last Date of Submission 20.12.2024
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/415/24-25/ 2nd Call Dated 13.12.2024	Earth Work In Filling & Bamboo Pilling At Natundiyara Rabindranagar Near Agnibina Club And Natyamahal In Ward No-04 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,39,294.00
WBMAD/ULB/RSM/444/ 24-25/ 2nd Call Dated 13.12.2024	Construction of Proposed C.C. Road, Surface Drain & Slab Over Surface Drain from Prabasi Abasan to Kanon Mondal House near Gangulypara Kather bari , Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,83,201.00

Bid Submission end date: **23.12.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice
Name of Work:- 1). CONSTRUCTION OF DRAIN WITH 900 MM DIA NP-3 HUME PIPE 2). Construction of Mukta Mancha at WARD NO.- 08, 3). CONSTRUCTION OF THE PROPOSED MOURNERS AT EXISTING CREMATORIUM BOUNDARY WALL AT PALITPARA OF WARD NO-14, 4). CONSTRUCTION OF THE PROPOSED MOURNERS WAITING ROOM AT EXISTING CREMATORIUM AT PALITPARA OF WARD NO-14, 5). CONSTRUCTION OF THE PROPOSED MOURNERS AT EXISTING CREMATORIUM BOUNDARY WALL AT PALITPARA OF WARD NO-14, UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY.

Sl. No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	WBMAD/BM/9e/2024-25 Memo. No.: 512/PWD Dated: 12.12.2024	2024_MAD_783956_1 2024_MAD_783956_2	12.12.2024 at 04.00 PM	20.12.2024 at 04.55PM
2.	WBMAD/BM/10e/2024-25 Memo. No.: 515/PWD Dated: 13.12.2024	2024_MAD_784717_1 2024_MAD_784717_2 2024_MAD_784717_3	13.12.2024 at 04.00 PM	21.12.2024 at 03.55PM

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা

শনিবার • ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

নিজ স্বাধীনতা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নারীরাই ! উঠছে প্রশ্ন

শুভাশিস বিশ্বাস

মেয়েরা কি সত্যি স্বাধীন, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর বোধহয় আমরা কেউই দিতে পারবো না। একইসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে স্ত্রী স্বাধীনতা থাকলে, 'পুংস্বাধীনতা' শব্দটি নেই কেন তা নিয়েও। এই প্রশ্ন অনেকেই মনে করেন অবান্তর। কারণ, স্বাধীনতা তো পুরুষের জন্মগত কবচকুণ্ডল। উল্টোদিকে নারীর ক্ষেত্রে প্রদান করা হয় স্বাধীনতা। সত্যিই তো, জন্ম-অসহায় মেয়েদের হাতে ধরে কিছু না তুলে দিলে তাঁরা পাবেন কী করে! তাঁদের জন্য, স্বাধীনতা নিজে অর্জনের বস্তু নয়। নারী স্বাধীনতা আসলে কী, এই প্রশ্নটি যদি জনসম্মুখে করা হয়, তাহলে বিজ্ঞজনদের ভিড়ে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই দায় হবে। নারী অধিকার নিয়ে, নারী স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলার লোকের অভাব নেই। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, অভাবটা আদতে উপলব্ধিতে। নারী স্বাধীনতা যে কী, তা উপলব্ধি করার মানুষের বড় অভাব।

তবে এই 'নারীস্বাধীনতা'-কে আমাদের সমাজে ঠিক কী ভাবে দেখা হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা খুব সহজেই পেয়ে যাবো পারিবারিক কোনও ঝামেলার দিকে একটু নজর রাখলেই। স্বামী-স্ত্রীর কোনও ঝামেলা বাধলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কানে আসে একটা কথা।'যতই স্বাধীনতা দিই, তুমি মিসইউজ করো।' এদিকে আবার অনেক নারীও গদগদ চিত্তে এও বলেন, 'বাড়িতে আমাকে প্রচুর স্বাধীনতা দেয়।' কথাগুলো এতোই নির্লিপ্ত ভাবে বলেন যে, তা বলতে অসম্মানিতও লাগে না নিজেকে। অথচ, স্বাধীনতা তো নিশ্বাস নেওয়ার মতো স্বাভাবিক ঘটনা। কেউ তা চামচে করে মুখে তুলে দেওয়ার মতো পাইয়ে দিলে, সেই দেওয়ার ক্ষেত্রে তৈরি হয় এক সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ,সব মিলিয়ে গোড়াতেই গলদ। গলদ আমাদের চিন্তাধারায়, মনোবিকাশে। যে কারণে, ভারতীয় সমাজে মেয়েরা আজও স্বাধীন নন। খুব সত্যি বলতে নারীদের ক্ষেত্রে মতামতের, জীবনযাপনের, কাজের, শিল্পচর্চার, ভালবাসার, যৌনতার স্বাধীনতার মতো সর্বক্ষেত্রেই পিতৃতন্ত্রের অনুমোদন প্রয়োজন।

যেমন বিয়ের পর একটি মেয়ের ঠিকানা হয়ে যায় পুরুষের বাড়ির ঠিকানায়। জীবনযাপনেও আসে নিয়ন্ত্রণ। অবিবাহিতাদেরও থাকে পদে পদে নিয়ন্ত্রণ। সব কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে হবে সূর্যাস্তের আগেই, এ যেন এক অলিখিত নিয়ম। রাত পর্যন্ত একা রাস্তায় ঘুরেফিরে কিংবা পার্কে হেঁটে-চলে একাকিত্ব উপভোগ করার অধিকার তাঁর নেই। একইসঙ্গে সমাজ নারীর পোশাক গণ্ডিতে বেঁধে দিয়েছে। ভয় ও শাসন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান। সেখানে সমাজনির্দিষ্ট 'ভাল মেয়ে'র আদিকল্প তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। এই সব নিদানের মধ্যে দিয়ে একটা কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, জন্মসূত্রেই তিনি পরাধীন। তাঁর স্বাধীনতা জোর করে হরণ করা হচ্ছে না। কারণ পথঘাট শ্বাপদসঙ্কুল। শরীরের দিকে লোলুপ তাকাবে পাশের বাড়ির কাকু অথবা পাড়ার দাদা। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' প্রবাদটি এমন ধরে বেঁধে মেয়েটির কর্ণকুহরে যেন প্রবেশ করিয়ে রাখা হয়। আর তারই জেরে নিজেই চার পাশে গড়ে ওঠে এক পরাধীনতার পাঁচিল। তবে এই নারীস্বাধীনতার ব্যাপারে বর্তমান সমাজে দুই ধরনের জনগোষ্ঠী খুব তৎপর। এক ধরনের জনগোষ্ঠী উগ্রতার দোহাই দিয়ে নারী স্বাধীনতাকে কৌশলে ধ্বংস করার চেষ্টায় মত্ত। আর অপর অংশ ভীষণ-ই ব্যস্ত নারী স্বাধীনতার আড়ালে উগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু নারী স্বাধীনতা মানে উগ্রতা নয়। তাই যাঁরা নারী স্বাধীনতা নিয়ে লড়াই করছেন তাঁদের এর সংজ্ঞাটা জানা বড়ই দরকার।

প্রকৃত অর্থে নারী স্বাধীনতা হল, নারীর নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং নিজের সুস্থ চিন্তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে পারা। বিষয়ের জটিলে না গিয়ে নারীবাদ নিয়ে একটা কথা বলতেই হয়। নারীবাদের সৃষ্টি হচ্ছে, নারীকে পুরুষের মর্যাদায় তুলে আনার জন্য বা নারী পুরুষের সমান অধিকারের দাবিতে এবং নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক অপরাধ কমানোর লক্ষ্যে। কিন্তু নারীবাদী চেতনার মধ্যে দিনের পর দিন ধীর গতিতে স্থান করে নিয়েছে একটি শরীরকেন্দ্রিক চেতনা, যা নারীকে শরীরমাত্র করে তুলছে। কৌশলে অসম্ভব করে তুলছে নারীর সত্যিকারের স্বাধীনতা পাওয়ার সম্ভাবনাকে।

এদিকে পথে -ঘাটে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সভা-সমাবেশে কিছু মানুষ গলা উঁচু করে নির্দ্বিধায় নারী স্বাধীনতার কথা বলেন, নারীদের এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এই যে গলা উঁচু করে ভাষণ দেওয়া জনগোষ্ঠী, তাদের ওপরে ঠিক কতটা বিশ্বাস রাখা যায় তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ, দিনশেষে তাঁরাই যে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে ব্যর্থ। সবচেয়ে দুঃখজনক, নারী স্বাধীনতা নিয়ে গলা ফাটিয়ে বক্তব্য রাখার পরই তিনিই হয়তো ঘরে ফিরে নিজের স্ত্রী-কন্যাকে কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টায় পরমব্রতী।

খুব সত্যি বলতে, একজন নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে খুব নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, নারীর জীবনে যে ভয়াবহতা তৈরি হয়েছে তার জন্য কেবল পুরুষ সমাজ দায়ী তা নয়, বরং নারীও সমানভাবে দায়ী। কারণ, নারীরা কথায় কথায় পুরুষের দোষ খুঁজে বেড়ান, কিন্তু নিজেদের দুর্বলতাগুলো নিয়ে কখনোই মুখ খোলেন না। আদতে নারীবাদী হতে গিয়ে অনেকটাই পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে উঠছেন তাঁরা। যা আসলে নারী অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে শেখায়। কিন্তু নারীরা যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে, নিজের জায়গাটা নিজে চিনে নিতে শেখেন, পুরুষের সাধ্য নেই সেই নারীকে আটকানোর।

তবে নারীদের এই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার পিছনে একটা বড় কারণ, নারীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। আর তার শুরু নিজের পরিবার থেকেই। পরবর্তীতে অন্য পরিবারে গিয়েও নারী সেই শিকলে আবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ভালো লাগুক আর না লাগুক সবকিছুকে সায় দিতে হয় তাকে। কোনও অন্যায় হলেও পরিস্থিতির কারণে মুখ বুজে সহ্য করে নিতে হয়। আর দুর্বল জায়গায় আঘাত করা মানুষের আজন্ম স্বভাব। তারই জেরে কেরিয়ারমুখীরাও মনের গোপনে কোথাও যেন লালন করতে থাকেন এক অপরাধবোধ। কারণ, সে স্বাধীনতা যে তাঁর নেই তা সে শিখেছে জন্ম থেকেই। এরই পাশাপাশি রোজগারের পাশাপাশি, সন্তানকে পুরো যত্ন দিয়ে মানুষ করতে পারছেন না, অদ্ভুত এই চিন্তা আর বোধ তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজই তাঁর মধ্যে প্রতিনিয়ত ইনজেকট করতে থাকে। ফলে, বহির্জগৎ থেকে ঘরে ফিরে, আরামভোগের স্বাধীনতাটুকু থেকেও তিনি বঞ্চিত। ঘরের কাজে লাগতে হয়। কারণ, গড়পড়তা পরিবার চায়, মেয়ে বা বাড়ির বৌ, দশটা-পাঁচটার নির্ঝঞ্ঝাট চাকরি করুক, বাড়ি ফিরেও যেন গৃহকর্মে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সে কাজের দায়িত্ব নিশ্চিন্তে বহন করতে পারে। সঙ্গে এটাও চান, ভদ্রসভ্য কাজ করুক তাঁদের বাড়ির ময়ে বা বৌ, যেখানে পুরুষের গা-ঘেঁষাঘেঁষি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ, আবার একটি মেয়ের খুশিমতো পেশা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা হরণের বিষয়টি এসে পড়ছে। যে মেয়ে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, তাঁরও সত্যি বলার স্বাধীনতা নেই। হাত খুলে কিছু লিখলেই সবাই ভাবেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বুঝি খুব ময়লা! এক্ষেত্রে অনেক নারী তাঁদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হলে তাঁকে দমানোর চেষ্টায় হাত ধুয়ে উঠে পড়ে লাগে পুরো সমাজ। আপনজনদের কাছ থেকে মুখস্থ বুলির মতো নারী শোনে মানিয়ে নেওয়ার কথা। এই যে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, এও যেন নারীর দোষ।

আরেকটি মজার বিষয় হল, সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভ ধারণের মতো বিষয়টিকে সকল সমাজেই নারীর অসুস্থতা বলে আখ্যায়িত হওয়ার ঘটনা। এটা একটা লজ্জার বিষয় বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এখনও, আমাদের দেশে কোনো মেয়ে গর্ভবতী হলে তার আত্মীয়-স্বজনরা লুকিয়ে লুকিয়ে, কানে কানে খবর দেয় যে অমুক অসুস্থ।এমনকী গর্ভবতী নারীকেও চাপে রাখা হয় গর্ভধারণের কথা সহজে প্রকাশ না করতে। যেন গর্ভধারণ করে মেয়েটি এক লজ্জাজনক অপরাধ করে ফেলেছে। অথচ মানবসমাজে গর্ভধারণ করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তার একচ্ছত্র আধিপত্য শুধু নারীর। দুঃখের বিষয়, এই যে নারীরাও এই সত্য উপলব্ধিকরণে এখনো ব্যর্থ।

এদিকে নারীকে বলা হয় মায়ের জাত। এই কথাটার পরিপ্রেক্ষিতে আছে নারীকে সম্মান দেওয়া। কিন্তু বর্তমানে এই 'মায়ের জাত' শব্দটিকে পুঁজি করেও নারীকে কোণঠাসা করার চেষ্টা দেখেছি। আমরা এটাও ভুলে যাই একজন নারী,কেবলই একজন মানুষ। আলাদা করে সে কোনও জাত নয়। এখনও অনেক নারী এবং পুরুষও মনে করেন নারী বিষয়ক যে কোনও আলোচনা অশ্লীল, বিতর্কিত। এমনকী নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলাও এই অশ্লীল, বিতর্কের অংশ। প্রকৃত নারী স্বাধীনতা পেতে হলে এই ধরনের ধারণা থেকে বের হয়ে আসা সবচেয়ে জরুরি মন-মানসিকতা স্বচ্ছ না হলে যতই আন্দোলন আর সভা-সমাবেশ হোক না কেন, গলা ফাটিয়ে যতই নারী স্বাধীনতার কথা বলা হোক না কেন, হাজারো যোগবিয়োগের পর দিন শেষে হাতে থাকবে শুধু পেন্সিলই।

আর সেই কারণেই মন-মানসিকতা স্বচ্ছ করার প্রয়োজনীয়তা শুধু পুরুষের নয়, নারীরও। নারীকে এটাও বুঝতে হবে, নারী স্বাধীনতা মানেই স্বেচ্ছাচারিতা নয়। নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সবকিছুকে অগ্রাহ্য করতে হবে এমন নয়। তবে এক্ষেত্রে সামনে বাধা আসবেই। আর এই সব প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করতে হবে নারীকেই।এটাও ঠিক যে, নারীকে নারীর মতো করেই বাঁচতে দেওয়া উচিত। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নারীর প্রথম পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ। অন্য সব মানুষের মতো নারীও নিজের ইচ্ছে রয়েছে, রয়েছে পছন্দ, ভালোবাসার সিদ্ধান্ত। তবে সব ধোঁয়াশা কেটে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত সূর্যোদয় কবে হবে সেদিকেই তাকিয়ে বঙ্গ তথা ভারতীয় সমাজ।

খুব সত্যি বলতে, একজন নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে খুব নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, নারীর জীবনে যে ভয়াবহতা তৈরি হয়েছে তার জন্য কেবল পুরুষ সমাজ দায়ী তা নয়, বরং নারীও সমানভাবে দায়ী। কারণ, নারীরা কথায় কথায় পুরুষের দোষ খুঁজে বেড়ান, কিন্তু নিজেদের দুর্বলতাগুলো নিয়ে কখনোই মুখ খোলেন না। আদতে নারীবাদী হতে গিয়ে অনেকটাই পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে উঠছেন তাঁরা। যা আসলে নারী অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে শেখায়। কিন্তু নারীরা যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে, নিজের জায়গাটা নিজে চিনে নিতে শেখেন, পুরুষের সাধ্য নেই সেই নারীকে আটকানোর।

প্রথম দেখা যুক্তরাষ্ট্রে, বাগদান ইন্দোনেশিয়ায়, জেনে নিন ১০০ কোটির বিয়ের বিস্তারিত খবর

শীত মানেই বিয়ের মৌসুম। অলিখিত সেই নিয়ম মেনে বলিউডে একের পর এক বাজছে বিয়ের সানাই। ১১ ডিসেম্বর ভারতের মুম্বাইয়ের বম্বে ক্লাবে হবে বলিউডের নামকরা পরিচালক অনুরাগ কশ্যপের একমাত্র কন্যা আলিয়া কশ্যপ ও শেন গ্রেগোয়ার বিয়ে। প্রি-ওয়েডিংয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা দিয়েছেন বলিউডের আরেক নামকরা পরিচালক ইমতিয়াজ আলীর কন্যা ইদা আলী, খুশি কাপুর, জাহ্নবী কাপুর, পলক তিওয়ারিসহ আরও অনেকে।

২০২৩ সালের মে মাসে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আলিয়া কশ্যপকে বিয়ের প্রস্তাব দেন শেন গ্রেগোয়া। ২০২০ সালে মহামারিকালে ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে তাঁদের আলাপ শুরু হয়েছিল। ২৩ বছর বয়সী আলিয়া ইউটিউবে পডকাস্ট করেন। অন্যদিকে ২৫ বছর বয়সী শেন একজন তরুণ মার্কিন উদ্যোক্তা। এই জুটির প্রথম সামনাসামনি দেখা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। নভেম্বরে থাইল্যান্ডে হয়েছে ব্যাচেলর পার্টি। গোলাপি আর সাদা থিমে অনুষ্ঠিত হয় আইবুড়ো ভাত। প্রি-ওয়েডিংয়ের একটা আয়োজনে আলিয়াকে দেখা যায় লাল সালোয়ার-কামিজে। অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শেনের পরনে ছিল পাঞ্জাবি। সামনে দেখা যাচ্ছে ইদা আলী ও খুশি কাপুরকে। অনুরাগ কশ্যপই আলিয়া ও শেনের গায়েহলুদের ছবি শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে। ক্যাপশনে কেবল এঁকেছেন লাল ভালোবাসা চিহ্ন। অনুরাগ কশ্যপ জানিয়েছেন, একমাত্র মেয়ের বিয়েতে কোনো কমতি রাখবেন না তিনি। একটা সিনেমা বানাতে যেমন খরচ হয়, তেমনই খরচ করবেন। মেয়ের পডকাস্টে অনুরাগ বিয়ের খরচ নিয়ে নিজেই বলেন, 'প্রিটি হিউজ অ্যামাউন্ট' (বেশ ভালো অঙ্ক) খরচ করতে চলেছেন তিনি। শুনে আলিয়া বলেন, 'তোমার তো একটা মাত্র সন্তান। আর সে নিশ্চয়ই তোমার সিনেমার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।' আবার মজা করে এ-ও বলেন, 'ভয় নেই বাবা, একবারই খরচ হবে।' ধারণা করা হচ্ছে, প্রি-ওয়েডিংয়ের সমস্ত আয়োজন মিলিয়ে মেয়ের

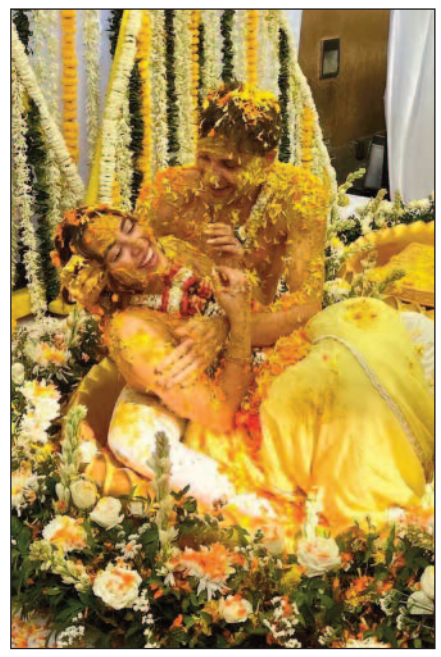

বিয়েতে ১০০ কোটি খরচ করতে চলেছেন অনুরাগ কশ্যপ। আলিয়া ও শেনের এসব ছবি ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেসবের নিচে শুভকামনা জানাচ্ছেন নেটিজেনরা।

'সাউন্ড অফ সোম প্রোডাকশনস্' আয়োজিত প্রথম 'এস ফ্যাক্টর ফ্যাশন শো' হয়ে গেল কলকাতায়। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, চলচ্চিত্র পরিচালক সুদীপ রঞ্জন সরকার, 'সাউন্ড অফ সোম প্রোডাকশনস্ এর কর্ণধার সোমক সিনহা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব বিভাগের যুগ্ম কমিশনার পাঞ্চালী মুন্সী, বাণিজ্য কর অধিদপ্তরের সহকারী কমিশনার নাসকিন বক্স।